চূড়ান্তঃ

মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্।

সদ্গুরুপ[illegible]য়ে ভেদবাতাওঁ যে জ্ঞানকরে উপদেশ্।

মযলা কি মযলা ছোড়ে যব্ আগ্ করে পরোয়েশ্॥

শ্রীনীলমাধব সিদ্ধান্ত

কৃতম্।

বহরমপুর—সৈদাবাদ।

প্র মা দ ভ ঞ্জ ন য ন্ত্রে।

শ্রীরামনাথ সিদ্ধান্ত দ্বারা

মুদ্রিতম্।

১২৮৭।

মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্।

ঈশ্বরী পূজার পর প্রয়োজনবশত মুরশীদাবাদে আসার পর মধ্যম দাদা মহাশয়ের পত্রে জ্ঞাত হই যে, নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর রানাঘাট প্রভৃতি স্থানে জ্বরে বহুতর লোক ক্লেশ পাইতেছে এবং মরিতেছে বিধায় ব্যস্ত হইয়া শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের নিকট গিয়াছিলাম। সেখানে যাইবামাত্র তাঁহার ছাত্রেরা বলিলেন তুমি যে মুখমারিত্রিচড়ং লিখিয়াছিলে তাহার উত্তর আসিয়াছে। আমি দেখিতে ইচ্ছা করায় তাঁহারা কয়েক খান ছোট ছোট বহি দিলেন। তাহার এক খান পাঠ করিয়া জ্ঞাত হইয়া শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়কে বলিলাম আপনাকে যে অনেক গালি দিয়াছেন আপনি ইহার কি উত্তর লিখিবেন? তাহাতে তিনি বলিলেন ও ফাল্‌তাকথার আমি কি উত্তরলিখিব? পূর্ব্বেই আমি উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্ব বহির উত্তর লিখি নাই। আবার এখানার কি উত্তর লিখিব? বাচস্পতিটার প্রকৃতি বিকৃতি হইয়াছে; ক্রূরস্বভাব ধর্ম্মনাশা, যাহাতে লোকে ধর্ম্ম কর্ম্ম না করে অধঃপাতে যায় তাহাই তাহার মন আমি প্রমাদভঞ্জনীতে, ও গঙ্গাকাশীর প্রশ্নোত্তরে যে সকল লিখিয়াছি তাহা সকল ঢোক্‌চিপিয়া আপন মনোমত যাহা হইয়াছে তাহাই লিখিয়াছেন। আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা যদি খণ্ডন করিয়া এসকল লিখিতেন তবে উত্তর লিখিতে হইত তাহার কিছুই পরিগ্রহ করেন নাই কেবল মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠবর্ণসঙ্কর ইত্যাদি বলিয়া গালি দিয়াছেন এবার নিজেও দানধর্ম্মের শ্লোক লিখিয়াছেন।—

তিস্রোভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বেভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যতু।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেততাস্বপত্যং সমংভবেৎ॥

এবচনের ব্যাখ্যাও নিজে করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের তিন ভার্য্যা ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা। ক্ষত্রিয়ের দুই ভার্য্যা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা। বৈশ্যার এক

...ন্যা। ইহাদিগের অপত্যই পিতৃ জাতি প্রাপ্ত হয়। এই ...ব্যাখ্যাতেই ব্রাহ্মণের তিন ভার্য্যার পুত্র বিপ্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত ... ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় মাহিষ্য দুই ক্ষত্রিয়। তাহাতে এ অসম্বদ্ধ প্রলাপির কথায় কে উত্তর দিবে। "নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেঁসে।" অতএব আমি উহার উত্তর লিখিব না ইহা বলার পর আমি বলিলাম উত্তর না লিখিলে লোকে বলিবে উত্তর দিতে পারিলেন না তবে মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠবা বর্ণসঙ্করই। এই একটা দুর্নাম থাকিবে। তিনি বলিলেন আমি প্রমাদভঞ্জনীতে সকলই লিখিয়াছি পণ্ডিত লোকে তাহা দেখিলে এ অসম্বদ্ধ প্রলাপির এসকল প্রলাপ বোধ করিবেন আবার আমি পুনরায় কি লিখিব। দেখ প্রমাদভঞ্জনীতে লিখিয়াছি দশমাধ্যায়ে মনুর বচন।

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসুপত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেনসম্ভূতাজাত্যাজ্ঞেয়াস্তএবতে।

এইবচনের কুল্লূকভট্টেরব্যাখ্যাতে ১৩ তেরোটা দোষদিয়া আমিব্যাখ্যা করিয়াছি তাহার কিছুমাত্র পরিগ্রহ বাচস্পতিকরেন নাই। পত্নীতে যাহা হইতে যেপুত্র হয় সেপুত্র সেইপিতার জাতিহয় এই যে দৃঢ়বাক্যমনু বলিয়াছেন তাহাস্পষ্টকরিয়া লিখিয়াছি পত্নী কাহাকেবলেআধুনিক বৈয়াকরণেরা জানেনা ভার্য্যা হইলেই পত্নীহয় ইহাই মানেন তাহা নহে। পানিনীয় সূত্র পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে এই সূত্র দ্বারা যজ্ঞ সংযোগে নকার হয় যে স্ত্রীর সহিত যে ব্যক্তির অগ্নি হোত্রাদি যজ্ঞ ধর্ম্ম কর্ম্ম বিহিত আছে তাহার সেই স্ত্রী পত্নী অন্য স্ত্রী, ভার্য্যা পত্নী নহে। ইহা আমি পূর্ব্বেলিখিয়াছি। ব্রাহ্মণের তিনপত্নী ব্রাহ্মণ কন্যা ক্ষত্রিয় কন্যা বৈশ্য কন্যা মন্ত্রে বিবাহ হওয়াতে এই তিনকন্যা পতি বর্ণ জাতি গোত্রাদি হইয়া ব্রাহ্মণী হয় এ কথা বাচস্পতি ও এ বহিতে লিখিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয়ের দুই পত্নী ক্ষত্রিয়কন্যা বৈশ্যকন্যা। বৈশ্যের একপত্নী বৈশ্যকন্যা শূদ্রা বিবাহ করিলেও সে পত্নী হয় না

সে জায়া, ভার্য্যামাত্র। তবে ঐ পত্নীর সহিত ধর্ম্মাদি আচরণ করিবে বিষ্ণু সংহিতার বচন লিখিয়াছি। সেইবচন যথা।

সবর্ণাসু বহুভার্য্যাসু*বিদ্যমানাসু
জ্যেষ্ঠয়া*সহ ধর্ম্মকার্য্যং কুর্য্যাৎ ॥ ১ ॥
মিশ্রাশুচকনিষ্ঠয়াপি*সমানবর্ণয়াসমান*বর্ণা-
ভাবেত্বনন্তরয়ৈবাপদিচ*নত্বেদ্বিজঃ শূদ্রয়া ॥ ২ ॥

দেখ এইবচনে সবর্ণা বহু ভার্য্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা শ্রেষ্ঠ তাহার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিতে জ্যেষ্ঠা ভাবে ক্রমে অবর ভার্য্যার সহিত ধর্ম্ম করিবে। মিশ্র বহুভার্য্যাতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা ক্ষত্রিয় কন্যা বৈশ্যকন্যা পত্নীতে ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় কন্যা বৈশ্যকন্যা পত্নীতে সবর্ণজা পত্নীর সহিত ধর্ম্মকরিবে সে পত্নী যদি কনিষ্ঠও হয় অর্থাৎ দ্বিতীয়াকি তৃতীয়াও যদি হয় তথাপি সবর্ণজা পত্নীর সহিত ধর্ম্ম করিবে তবেই সবর্ণজা পত্নী অনুলোমজা পত্নী হইতে শ্রেষ্ঠা সবর্ণজা পত্নীর অভাবে এবং সবর্ণজা পত্নী রোগাদ্যাক্রান্তাদি আপদে সবর্ণজা পত্নীর বর্ত্তমানেও অনন্তরা যে ক্ষত্রিয়জা পত্নী তাহার সহিত ব্রাহ্মণ ধর্ম্মকরিবেন। তদভাবে বৈশ্যজা পত্নীর সহিত ধর্ম্ম করিবেন ক্ষত্রিয় ব্যক্তি বৈশ্যজা পত্নীর সহিতধর্ম্মকরিবেন। কোনদ্বিজই শূদ্রা ভার্য্যার সহিত ধর্ম্ম করিবেন না। দেখ এই ধর্ম্মপত্নী ব্রাহ্মণের তিন ক্ষত্রিয়ের দুই বৈশ্যেরএক। শূদ্রা ভার্য্যা ধর্ম্মভার্য্যা নহে। ইহা মনুও বলিয়াছেন।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃস্যুক্রমশোঽবরাঃ ॥

দ্বিজাতির সবর্ণা ভার্য্যা দারকর্ম্মে সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণে অগ্রে প্রথম প্রশস্তা। কামতঃ প্রবৃত্তা বক্ষমানা যে ভার্য্যা তাহারা ক্রমে দারকর্ম্মে যজ্ঞাদি সস্ত্রীক কর্ম্মে প্রশস্ত। এখানে কুল্লুকভট্ট দারকর্ম্ম শব্দে বিবাহ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহানহে। তাহাতে দোষ দেখাইয়াছি তবে এই যে ধর্ম্মপত্নী ইহাতে জাত পুত্র ঔরস পুত্র যাজ্ঞবল্ক বলিয়াছেন।

(ঔরসো ধর্ম্মপত্নীস) মন্বাদিও বলিয়াছেন (যেক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াংজাত ইত্যাদি) এবং ব্যাস সংহিতার বচন।

ঊঢ়ায়াস্তু সবর্ণায়ামন্যাং বা কাম মুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে ॥
উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াংবিপ্রো বৈশ্যাং বা ক্ষত্রিয়োবিশং।
নতুশূদ্রাংদ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাং ॥

এ বচনও পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। দেখুন তবেই ব্রাহ্মণের তিন পুত্রব্রাহ্মণকন্যা পত্নীজ এক ক্ষত্রিযকন্যা পত্নীজ মূর্দ্ধাভিষিক্ত এক বৈশ্য কন্যা পত্নীজ অম্বষ্ঠএক এইতিন ঔরস পুত্রই ব্রাহ্মণজাতি। এই মনু বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাসাদি সর্ব্বসম্মত। তাহা বাচস্পতি কিছুমাত্র পরিগ্রহ না করিয়া সে সকল বচন তলেফেলিয়া আপন মনমত কেবল মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ ইহারা বর্ণসঙ্কর ইত্যাদি বলিয়া কতকগুলি বর্ণসঙ্কর বিষয়ের বচন যাহা এ বিষয় নহে তাহাই লিখিয়াছেন। ও সকল বচন গুলি কিবলিয়া খণ্ডিয়াছেন তাহাকিছু লিখিবার ক্ষমতা হয়নাই। বচন গুলি ভাতেদিয়া খাইয়াছেন। আরো লিখিয়াছেন দ্বিতীয় বিবাহের ভার্য্যা যদি সবর্ণাওহয় তাহার পুত্র সংস্কারার্হ হয়না। এ কেমন প্রমত্তের কথা মিশ্রা বহু ভার্য্যার মধ্যে কনিষ্ঠা যে সবর্ণজা পত্নী তাহার সহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে তাহার পুত্র তবে ধর্ম্ম পত্নীজ ঔরসপুত্র হইয়াও অসংস্কার্য্য যদি হয় তবে সংস্কারাভাবে ব্রাহ্মণ হইলনা। প্রথম বিবাহে ক্ষত্রিয় কন্যা গর্ভজাতপুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত অথবা প্রথম পত্নী বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত পুত্র সংস্কার্য্য হইল অসংস্কার্য্য বলিয়া কিপ্রকারে লিখিযাছেন যদি অসংস্কার্য্য ও বর্ণ সঙ্কর হয় তবে ও ব্রাহ্মণের তিনটা ভার্য্যার তিনটা তিনটাপুত্র অসংস্কার্য্য হইলে সংস্কারাভাবে কেহই ব্রাহ্মণ হইলনা তিনটা পুত্রথাকিতে ব্রাহ্মণ অশ্রাদ্ধিয়া হইল। এবং ওব্রাহ্মণের ধনও ও ভিন পুত্রে পাইতে পারেনা যেহেতুক সংস্কারঅভাবে ব্রাহ্মণ সত্বে পারশবের মতহইল বংশ থাকিতেও নির্ব্বংশ হইল। ধিক্ বাচস্পতিকে!

যে এমন ব্যাখ্যা স্ব কপোল কল্পিত করিয়া করিয়াছেন। আরো দোষ এই। যদি দ্বিতীয়াদি কনিষ্ঠা পত্নী ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ব্বজাত পুত্র জ্যেষ্ঠ হয় সে যদি অসংস্কার্য্য হইল তবে তাহার উপনয়নাভাবে প্রথম ভার্য্যা ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ব্বজাত পুত্র বৈশ্য কন্যা গর্ব্বজাত পুত্র সকলেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের কাহারই উপনয়নাদি বিবাহান্ত হইতে পারিল না। অত্রিসংহিতায় লিখিয়াছেন।

নায়য়ঃ পরিবিন্দন্তি নবেদানতপাংসিচ।
নচশ্রাদ্ধং কনিষ্ঠং বৈযাচকন্যা বিরূপিকা॥

বিরূপিকা অমূঢ়া॥ এখানে কোনো গ্রন্থে পাঠান্তর বিনাচৈ বাক্য মুজ্জয়া। আরো দোষ মনু স্বয়ং দেখাইয়াছেন। দায়ভাগ প্রকরণে সবর্ণজা ভার্য্যার পুত্রদিগের দায়ভাগে জ্যেষ্ঠস্য বিংশউদ্ধার ইত্যাদি বচন দ্বারা জ্যেষ্ঠাংশ বলিয়া পরে মিশ্রা বহুপত্নী জাত পুত্র দিগের দায়ভাগে মনু নিজেই আপত্তি করিয়া উত্তর করিয়াছেন।

পুত্রঃ কনিষ্ঠো জ্যেষ্ঠায়াং কনিষ্ঠায়াঞ্চ পূর্ব্বজঃ।
কথং তত্র বিভাগঃস্যা দিতিচেৎ সংশয়ো ভবেৎ॥
একং বৃষভ মুদ্ধারং সংহরেত সপূর্ব্বজঃ।
ততোপরেহ জ্যেষ্ঠবৃষা স্তদূনানাং স্বমাতৃতঃ॥

দেখ এই বচনের অর্থ এই। জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা সবর্ণজা কনিষ্ঠা ভার্য্যা অনুলোমজা। তাহাতে যদি ঐ অনুলোমজা যে ভার্য্যা ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় কন্যা ও বৈশ্য কন্যা ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য কন্যা যে কনিষ্ঠ ভার্য্যা। সেই কনিষ্ঠ ভার্য্যাতে যদি জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় আর জ্যেষ্ঠ এবং সবর্ণজা ভার্য্যাতে যদি কনিষ্ঠ পুত্র হয় তবে দায়ভাগ কিপ্রকারেহইবে? কনিষ্ঠানুলোমজা ভার্য্যাজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র কি পূর্ব্বোক্ত জ্যেষ্ঠস্যবিংশ উদ্ধার ইত্যাদি জ্যেষ্ঠাংশ পাইবে? কি অনুলোমজা কনিষ্ঠা ভার্য্যা জাত প্রযুক্ত জ্যেষ্ঠাংশ পাইবে না, কি অল্প পাইবে, এই যদি সংশয় হয় তবে তাহার ব্যবস্থা এই। পরশ্লোকে বলিয়াছেন। (একং বৃষভমুদ্ধারং সংহরেত সপূর্ব্বজঃ।) সেই যে অনুলো-

মজা কনিষ্ঠা ভার্য্যাতে জাত পূর্ব্বজ পুত্রঃ সে এক বৃষ উদ্ধার লইবে বিংশো দ্ধারাদি লইবে না। দেখ ব্রাহ্মণের অনুলোমজা ভার্য্যার পূর্ব্বজ পুত্রঃ মূর্দ্ধাভিষিক্ত অথবা অম্বষ্ঠ এই দুয়ের জ্যেষ্ঠাংশ প্রাপ্তি মনু লিখিয়াছেন যদি মর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণনা হইয়া বর্ণসঙ্করও সংস্কারানর্হ হয় তবে জ্যেষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হইয়া পিতৃধন কি প্রকারে পায়। ব্রাহ্মণ না হইলে অন্য জাতি হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াও পিতার শ্রাদ্ধ করিতে পারিলো না পিণ্ড দাতা না হইলে ধনভাগী হয়না। (দদ্যাৎ পিণ্ডং ধনং হরেৎ) এই মনু বলিয়াছেন! তবে মনু বচন বিরুদ্ধ হয় এবং বাচস্পতি বর্ণসঙ্কর বলিয়া যে সকল মনুর বচন দেখাইয়াছেন, সে সকল বচন মর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদি অনুলোমজ পুত্র প্রতি হইলে মনুর এই নিজের বচন বিরুদ্ধ হয়। ছি বাচস্পতির কি দুষ্টবুদ্ধি! অথবা গ্রন্থের অগ্রপশ্চাৎ সমন্বয় বোধ নাই। কি প্রকার বলিলে কি দোষ হয় সে বুদ্ধিও নাই। দেখ আরো কতো দোষ ঐ ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠাভার্য্যা ক্ষত্রিয় কন্যা তাহার গর্ভে পূর্ব্বজাত জ্যেষ্ঠপুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত। অথবা কনিষ্ঠভার্য্যা বৈশ্যকন্যা তাহার গর্ভ জাত জ্যেষ্ঠ পুত্র অম্বষ্ঠ। যদি বর্ণসঙ্কর অসংস্কার্য্য ব্রাহ্মণ জাতি নহে অন্য জাতি হয় তবে যেমন পিতার পিণ্ড দিতেও পারিলো না তাহার উপনয়নাভাবে সবর্ণজা ব্রাহ্মণ কন্যা জ্যেষ্ঠ ভার্য্যা গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্রেরো উপনয়ন বেদারম্ভ বিবাহ অগ্নি গ্রহণও হইতে পারিলো না জ্যেষ্ঠভ্রাত অনুপনীতাদি থাকিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপনয়নাদিতে অধিকার নাই তাহা অত্রি বচনে দেখাইয়াছি (নাগ্নয়ঃ পরিবিন্দন্তীতি) তবে যদি মূঢ় বাচস্পতি এমন বলেন যে ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত অথবা অম্বষ্ঠ ও ব্রাহ্মণের পুত্রও নহে কনিষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও নহে ব্রাহ্মণ জাতিও নহে বর্ণসঙ্কর অপর জাতি॥ কনিষ্ঠ ভ্রাতাও কনিষ্ঠ ভ্রাতা নহে॥ অতএব উপনয়নাদি সকলই জ্যেষ্ঠাভার্য্যা ব্রাহ্মণ কন্যার পুত্রে হইতে পারে। এমন ব্যবস্থা বাচস্পতি করিলে মনু ঝক্‌মারি করিয়া দায়ভাগে জ্যেষ্ঠাংশাদি বচন বলিয়াছেন জ্যেষ্ঠই যদি না হইলো জ্যেষ্ঠাংশ কিসে পাইবে। ধিক বাচস্পতিকে

জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠ বিবাহ করিলে যে পরিবিত্ত্যাদি দোষ হয় তাহা চক্ষে দেখেন নাই॥ মন্বাদিতে বলিয়াছেন। পরাশর বচন॥

দারাগ্নিহোত্রসংযোগং যঃকুর্য্যাদগ্রসেসতি।
পরিবেত্তাসবিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তুপূর্ব্বজঃ। ১।
পরিবেত্তাপরিবিত্তি র্যয়াচপরিবিদ্যতে।
সর্ব্বেতেনরকং যান্তি দাতাযাজকপঞ্চমাঃ। ২।
দ্বৌকৃচ্ছ্রৌপরিবিত্তেস্তু কন্যায়াঃকৃচ্ছ্র এবচ।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রৌদাতুশ্চ হোতাচ ভ্রায়নংচরেৎ। ৩।

দেখ! বাচস্পতি যদি অনুলোমজা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা না বলিয়া কনিষ্ঠের বিবাহ ব্যবস্থা দেন তবে পরিবিত্তিরা নরকে যাইবে সেই পাপ শতধা হইয়া ব্যবস্থাপকেও যাইবে এ পাপ ভয় বাচস্পতি বুঝি করেন না। না করুণ আরও দোষ। যদি ঐ ব্রাহ্মণের অনুলোম ভার্য্যা জাত জ্যেষ্ঠ পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত অথবা অম্বষ্ঠ যদি জ্যেষ্ঠ পুত্র না হয় তবে মনু যে দায়ভাগে বলিয়াছেন পিতৃ ঋণ সন্নয়ন্ জাত মাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় ইত্যাদি সেই সকল দায়ভাগের বচন এই।

জ্যেষ্ঠ এবতু গৃহ্ণীয়াৎ পিত্র্যং ধন মশেষতঃ।
শেষাস্ত মুপজীবেষু র্যথৈব পিতরং তথা। ১॥
জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ।
পিতৃ নাম ঋণশ্চৈব সতস্মাৎ সর্ব্ব মর্হতি। ২
যস্মিন্ন ণং সংনয়তি যেন চামৃত মশ্নুতে।
সএব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ। ৩॥
পিতেব পালয়েৎ পুত্রান্ জ্যেষ্ঠো ভ্রাতৃন্ যবীয়সঃ।
পুত্র বচ্চাপি বর্ত্তেরন্ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতরি ধর্ম্মতঃ। ৪॥
জ্যেষ্ঠঃ কুলং বর্দ্ধয়তি বিনাশয়তি বা পুনঃ।
জ্যেষ্ঠঃ পূজ্য তমো লোকে জেষ্ঠঃ সদ্ভির গর্হিত। ৫॥

যো জ্যেষ্ঠো জ্যেষ্ঠ বৃত্তিঃ স্যাম্মাতেবস পিতেবসঃ।
অজ্যেষ্ঠ বৃত্তির্যস্তস্মাৎ সসম্পূজ্যস্তু বন্ধু বৎ। ৬॥

এই সকল তবে কিছুই হয়না। অতএব ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ পত্নী গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র · ক্ষত্রিয়জ পত্নী গর্ভ জাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র অথবা বৈশ্যজা পত্নীর গর্ভে জাত জ্যেষ্ঠ পুত্র অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ জাতি জ্যেষ্ঠাংশ গ্রহণ করিবে পিতার শ্রাদ্ধ করিবে। ঐ জ্যেষ্ঠ অনুপনিতাদি থাকিতে ব্রাহ্মণ কন্যা পত্নীর গর্ভ জাত কনিষ্ঠের উপনয়নাদি হইবে না। বাচস্পতি এবং তৎসহায় মহাশয়েরা ইহা কিছুই অনুধাবন না করিয়া কেবল ক্রোধ বশত গালি দিতেছেন। তিনি যে বলেন দ্বিতীয় ভার্য্যার পুত্রেরা অসংস্কার্য্য তাহার প্রমান লিখেন নাই কেবল মত্ত প্রায় আপন মনোমত বলেন আমি গোরক্ষকের মত হাবুগাইতে পারিনা হাবু ঠেঁটামিও করিতে জানিনা। অতএব উহার উত্তর আমার লিখা অকর্ত্তব্য। তিনি বর্ণশঙ্কর বলিলেও বর্ণশঙ্কর হইবে না বৈশ্য বলিলেও বৈশ্য হইবে না যাহা আছে তাহাই আছে তবে তিনি বর্ণশঙ্করাদি বলিয়া গালি দিয়া কেবল আপনারই অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। দেখ! মনুতে বলিয়াছে ধর্ম্ম শাসনের কর্ত্তা ব্রাহ্মণ চতুর্বেদ সাঙ্গ ইতিহাস পুরাণজ্ঞ ব্রাহ্মণে যে ধর্ম্ম বলিবেন তাহাই রাজা আজ্ঞা দিয়া প্রজা শাসন করিবেন রাজার এমন ক্ষমতা নাই যে নিজে ধর্ম্মশাসন করেন কি ব্রাহ্মণের গুণ দোষ বিবেচনা করিয়া উৎকর্ষ অপকর্ষ স্থাপন করেন উৎকর্ষ অপকর্ষ বিবেচনা সকলই করিতে পারে অতএব শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ পরিক্ষা ত্রিবর্ণেরই করিতে লিখিয়াছেন। ব্রাহ্মণের উৎকর্ষাপকর্ষ স্থাপন করা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ব্রাহ্মণেই করিয়াছেন। তাহাতেই অম্বষ্ঠ বল্লাল সেন, লক্ষণ সেন যদি ব্রাহ্মণ না হইতেন তবে রাজা হইয়াও ব্রাহ্মণের উৎকর্ষাপকর্ষ স্থাপন করিতে পারিতেন না এবং তখন কার সে সাগ্নিক প্রকৃত ব্রাহ্মণের সন্তানেরা সে উৎকর্ষাপকর্ষ স্থাপন স্বীকার করিতেন না। দেখ!

বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন যাহার নব গুণ দেখিয়াছেন তাহাকে কুলীন অর্থাৎ সৎ কুল জাত করিয়াছেন। যাহার হীন গুণ তাহাদিগকে শ্রোত্রি করিয়াছেন অর্থাৎ অসৎ কুলে জাত। সেই আজ্ঞা বেদ বৎ মনুর ধর্ম্ম বৎ অদ্যাপি সকল ব্রাহ্মণে শিরোধার্য্য করিয়া বহিতেছেন। বোধ করি জাবৎ কলি থাকিবে ব্রাহ্মণ থাকিবে তাহার অন্যথা কেহই করিতে পারিবেনা। বাচস্পতি মহাশয়রা একটা কুলিন চাঠুয্যে মুখুয্যের কন্যা বিবাহ করুণগে। যদি বহু টাকা ব্যয় করিয়া কোন কুলিনের কন্যা বিবাহও করিতে পারেন কিন্তু যাহার কন্যা বিবাহ করিবেন তাহাকে কুলিনের মধ্যে স্থির রাখুন দেখি? বাচস্পতি এসকল কিছুই চক্ষে দেখেন না চক্ষু ঘোর হইযাছে। অতএব তাঁহার ও সকল বহি অগ্রাহ্য জলে ফেলিয়াদেও অথবা ফেরত পাঠাও ও ব্যাখ্যা ভরিয়া যাহা কিছু করিতে হয় কর।

কবিরাজ মহাশয় এইসকল বলারপর আমি বলিলাম আমার বহির পর এখানা লিখিয়াছেন আমার লিখার উত্তর, তবে আমার এই সকল কথা আনুপুর্ব্বী লিখিযা আমার যাহা লিখিতে হয় তাহা লিখি। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর আমি ও বৃথা ঠেঁটামির মধ্যে নহি। তিনি এইরূপ বলিলে পর আমি স্ব স্থানে আসিয়া এই আনুপুর্ব্বী লিখিলাম এখন আমার লেখ্য যাহা তাহা লিখি। বাচস্পতি মহাশয় শেষে লিখিয়াছেন মুখমারিত্রি চড়ম্ গ্রন্থ কর্ত্তার যখন এমন বোধ নাই যে ঋষি দিগের মুখে চড় মারিতে গেলে আপনার মুখে পড়িবে তখন তাঁহার সহিত বিচার করা অকর্ত্তব্য। ইহা লিখার অর্থ বুঝিলাম না ঋষি দিগের মুখে চড় মারিতে গেলে যে আপন মুখে চড় পড়িবে, সে কি ঋষির মুখে না লাগিয়া চড় উলটিয়া আসিয়া আপন মুখে পড়িবে? ঋষি কি মন্ত্রদিয়া হাত ফিরাইয়া দিবেন। বাচস্পতি মহাশয় ভারি ঋষি! কোন ঋষির বাটির নিকট বাটি ছিল যে ঋষি হইয়াছেন? শূদ্র যাযী, কাশীতে শূদ্র প্রতিগ্রাহী

তাইতে কি ঋষি? আপনিই আপনাকে ঋষি বলিতে লজ্জা হয় না? শাস্ত্রে লিখে যেমন (অহং রাজ্যেত্যুম্মত্ত বচনং) ইহাও সেই মত। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়োল। উড়তে পারেনা মেটে ফড়িং পোশ মেনেছে। বাচস্পতি বাদবর্ত্ম জানেন না বাদে পরাজয় হইলে নিগ্রহ স্থানে পতিত হয় যেতা তাহাকে নিগ্রহ করিতে পারে তাহাতে ঋষি অঋষি নাই। জনক রাজার সভায় বরুণের পুত্র একজনবন্দী ছিলেন। অষ্টাবক্র ঋষির পিতা সেই জনকের সভায় গিয়াছিলেন বন্দী তাঁহাকে পরাজয় করিয়া সমুদ্র মধ্যে টান দিয়া ফেলিয়াছিল অষ্টাবক্র তাহা শুনিয়া পিতাকে বধ করিয়াছে বলিয়া ক্রোধ করিয়া তিনি জনক রাজার সভায় গিয়া বন্দিকে পরাজয় করিয়া রাজাকে বলিলেন আমার পিতাকে ও সমুদ্রেফেলিয়াছে রাজা তুমিইহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেও। আমিও সেই মত দ্বিতীয় বিবাহের স্ত্রী যদি সবর্ণাও হয় তাহার পুত্র সংস্কারার্হ নহে এই অসঙ্গত বলাতে দ্বিতীয় বিবাহের পুত্রদিগকে বলিতেছি ইহার মুখে তিন চড় মারিতে হয় তবেই মুখমারিত্রি চড়ং হয়। বাচস্পতি বাঙ্গালা ভাষার অর্থ বোধ করিতে পারেন না তাহাতেআবারমন্বাদি শাস্ত্র না পড়িয়া সদ্গুরুর উপদেশ না লইয়া কুল্লুক ভট্টের টীকা দেখিয়া ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত। সিংহের গায় ডেলা মারিয়াছেন। যাহাহউক মুখমারিত্রিচড়ং যে লিখিয়াছি তাহার বৃত্তান্ত সোমপ্রকাশ ছাপাইয়াছিলেন বোধ করি বাচস্পতি তাহা দেখেন নাই অনেক পাঠক মহাশয়েরও বুঝে তাহা দেখেন নাই সে বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার জন্য লিখিতেছি। এক ব্রাহ্মণ বালক টোলে গিয়া বার চৌদ্দ বৎসর পড়িয়া তর্কালঙ্কার ন্যায়ালঙ্কার একটা খেতাব পাইয়া পণ্ডিতাভিমানী হইয়া বাড়ীতে আসিলেন তাহার পিতা দেখিয়া সন্তোষ হইলেন পুত্র পণ্ডিত হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বিদ্যার পরীক্ষা কিছু করিলেন না কারণ ১২। ১৪ বৎসর পড়িয়াছে বিদ্যা অবশ্যই হইয়াছে। তিনি তখন বাড়িতে বসিয়া পাণ্ডিত্য দোকানে দোকান দারি করিতে লাগিলেন। যেমন

বাচস্পতি মহাশয় অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্য দোকানে বসিয়া দোকান দারি করিতেছেন। পরে তাহার পিতা এক দিন বলিলেন যজমান বাড়তে সাবিত্রী ব্রত করাইতে হইবে সাবিত্রী ব্রতের পুস্তক খান আন। ঐ পণ্ডিত পুত্র পুস্তক গৃহে গিয়া সমুদায় পুস্তক দেখে যে পুস্তক যখান তাহাতে তাহার নাম লিখা আছে কোন পুস্তকেই সাবিত্রী ব্রত বলিয়া নাম লিখা নাই। তন্মধ্যে এক খান পুস্তকে দেখেন প্রথম লিখা আছে মুখমারিত্রিচড়ং। সেই পুস্তক খান হাতে করিয়া গিয়া পিতাকে বলিলেন সাবিত্রী ব্রতের পুস্তক তো পাইলাম না কিন্তু মুখমারিত্রিচড়ং লিখা এক খান পুস্তক পাইয়াছি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন দেখি? পণ্ডিত তর্কলঙ্কার পুস্তক লইয়া পিতাকে বলিলেন মহাশয় দেখুন। বুড়া ব্রাহ্মণ দেখিয়া মাথায় করাঘাত করিয়া বলিলেন ও আমার মাথা! চৌদ্দ বৎসর পড়িয়া এই বিদ্যা করিয়া আসিয়াছ অথ সাবিত্রীব্রতং তাহাই পড়িলে মুখমারিত্রিচড়ং। হা অদৃষ্ট! বাপু ঐ যেটা মু পড়িয়াছ ওটা অ যেটা খ পড়িয়াছ ওটা থ যে দুই অক্ষর মারি পড়িয়াছ ও সাবি। ত্রীটা পড়িয়াছ বটে। যাহা চড়ং পড়িয়াছ ও চড়ং নহে ও ব্রতং। অথ সাবিত্রীব্রতং। বাপা ভাল বিদ্যা করিয়াছ। অথ সাবিত্রিব্রততে মুখমারিত্রিচড়ং পড়িলে বিদ্যা ভালই হইয়াছে বাচস্পতি মহাশয়রো ঐ মত বিদ্যা। দ্বিতীয় বিবাহের স্ত্রী যদি সবর্ণাও হয় তাহার পুত্র সংস্কারাহ হয়না এও ঐমত বিদ্যার কথা অতএব দ্বিতীয় বিবাহের পুত্র ব্রাহ্মণেরাও মুখে তিন চড় মাড়িলেই ও বিদ্যার ফল ফলে আমি এই লিখিয়াছি নিজে চড় মারি নাহি আমরা কেউ দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান নহি। এবং অম্বষ্ঠ দিগের যদি বল্লাল সেন লক্ষ্মণ সেনের মত প্রভুত্ব থাকিত তবে তাহারা পীঠ মোড়া করিয়া বাঁধিয়া বাখারি মারিত তাহাও আমি মারিতে চাহি নাই। এবং কোন গোঁয়ারের নিকট এমত অসঙ্গত ব্যাখ্যা করিলে সে পটাপট্ ঘা কত দিয়া অসম্ভ্রম করিবে এমন অসঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে মানা করি তাঁহার হিতার্থে। তবে আমার গালি দেওয়া কিপ্রকারে হইল সুজন শ্রীযুক্ত

গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়কে কুল দূষক আদি বলিয়া গালি দিয়াছিলেন সজ্জনের অপমান সহিতে পারি না তাহাতেই বলিয়াছি যে তোমারও গলত কুষ্ঠ হইয়া জিহ্বা খসিয়া পড়িবে তথাপি তাহা হয় নাই কলিযুগে এক বৎসর মেয়াদ তাহাতে যদি না ফলে সে কলির মাহাত্ম। দেখুন বাচস্পতি মুখমারি ভ্রচড়ুং ইহার ভাবার্থ বুঝেন নাই ইহার পরে যে উত্তর লিখিব তাহার নিমিত্তে আমার দৃষ্ট একটা গল্প পুর্ব্বেই লিখি সকল পাঠক মহাশয়রা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। যখন টোলে পড়ি তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা আপন পাড়ায় কয়েক ঘরে চাঁদা তুলিয়া শীতলা পুজা করিয়াছিলেন চাঁদাতে যে টাকা উঠিয়াছিল তাহাতে পূজা হইল একটা ঢাকী আনিয়াছিলেন এক আদুলি দিতে হইবে শেষে আদুলির অকুলান হওয়াতে আর কেহ কিছু দেন না পুজানির্বাহইয়াছে আর কে দেয়। ঢাকী বেটা জুয়ান মর্দ্দ মুচি, সেয়ান পাগল। আদুলি চায় পায় না বারএয়ারি কাহার কথা কে শুনে মুচি বেটা কারো কাছেই তাল পায় না আদুলি না লইয়া সে গরিব যাইবে কেন? ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এক খান আ-লগা ঘর ছিল এক খান ভাঙ্গা দরমা ছিল সেই খানে ঢাক লইয়া সে বসিয়া থাকিল মহাশয় আমার আদুলি দেন কারে বলে কে শুনে। এই প্রকারে সে দিন গেল। পর দিন হইতে তিন দিন অবিশ্রান্ত ঘোরতর বৃষ্টি হইতে লাগিল। কেহ ঘর হইতে বাহিরহইতে পারেনা। মুচিবেটা একে আদুলি পায় নাই তাহতে ঘোর বৃষ্টি সে ঐ ঘরে আটকিয়া থাকিলো। ঘোর সেয়ানপাগল পরে যাহা বলে তাহা শুনেনা আপন মনমত কেবল বলে ও গো ঠাকুর মহশায় মোর আদুলি দ্যাও। ইহাই বলে আর ঐ ঢাক অবিশ্রান্ত বাজায় তাহার তাল বেতাল ঠিকনাই আর গান করে। আরেহরে পাল্যাডা আর ডহে পোড়েমন॥ এই গানকরে দিবারাত্র ঢাক বাজায় তাহাতে পাড়া সহিত সকলে অস্থির তাহাতে অবিশ্রান্ত ঘোরবৃষ্টি পাড়ারলোক তিনদিন দিবারাত্র ঘুমাইতে

পারে নাই। যে ঢাকেরশব্দ,পাগলবেটা রাত্রে একবার একটু ঘুমায়কিনা কেবল ঢাক বাজায় আর ঐ গান গায়। চতুর্থ দিনে বৃষ্টি কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজে উহাকে আঙুলি দিয়া আপদ বিদায় করেন। অপর ঐগ্রামের চক্রবর্ত্তি মহাশয় দিগের প্রজা ভাণ্ডারিচাকর রঘুনামে এক কায়েতজাতি বয়স ৫০।৫৫ পঞ্চান্ন বৎসর। কিছু কিছু ভদ্রলোকের মত চলন খোষআহম্মক। সে ঐ ঢাকীর ঐ গান শুনিয়াছিল। আপনমনে ঐগানের অর্থ করিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আসিয়া বলিল মহাশয় পাগলা মুচিবেটা যেগান করিতো সেতো পাগল গায়গীত বুঝেনা। আপনারা উহার অর্থ বুঝিয়াছেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় রসিক। বলিলেন আমরা উহার অর্থ কিছু বুঝি নাই। রঘু বলিল আমি উহার অর্থ করিয়াছি শুনুন। একবিরহিনী তাহারপতি প্রবাসেছিল সেইবিরহিনী একদিন ঘোরবৃষ্টি হইতেছে সেই সময় পতিকে মনে হওয়ায় তাহাতে দুঃখিত হইয়া বলিতেছে। আবে হরেপাল্যাডা আরডছে পোড়েমন। ইহার অর্থ এই। আরে ওরে এই সম্বোধন মহাশয়েরাহণ্ডি কাশব্দের ভাষা হাঁড়িবলেন অপর পত্তলিকা শব্দেভাষা পাতিলে বলেন ছোটলোকে সেই পাতিলেকে পাল্যাবলে। মহাশয়রা বৃষ্টিবলেন ছোট লোকে ডক বলে দেবতা ডকছে। তবে ইহার অর্থ এই হইলো। বিরহে তেপাল্যাডারমত পেট ফাঁফিয়া উঠিয়াছে দেবতাডছে অর্থাৎ বৃষ্টি হইতেছে ॥ মনপোড়ে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই অর্থ শুনিয়া বলিলেন রঘু এ অশ্রুত অদ্ভুত অর্থ করিয়াছ আমরা এমন অর্থভাব কোন কালে শুনিনাই। আমার নিকট যেমন অর্থ করিলে পড়ুয়াদিগের নিকটে এ অর্থ করিয়া শুনাইলে তবে প্রকাশ হইবে পড়ুয়াদিগের নিকট গিয়া অর্থকর। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনেরভাব পড়ুয়াশুনিলে ইহাকে ঠাট্টা করিয়া হাততালি দিয়া ক্ষেপাইবে রঘু আহম্মক ঐ কথায় আমাদিগের নিকটে আসিয়া ঐ গান ব্যাখ্যা করিলেন আমরা শুনিয়া কেউ প্রশংসা করি কেউ ঠাট্টাকরি কেউ হাঁসি, কেউ হাততালি দিই এইমত রঘু

কে ক্ষেপা করিলাম॥ পরে যদি কেহ বলে রঘু ও গানটার অর্থ কি তাহা বলিলেই গালি দিয়া চিঙড়ি ভিঙড়ী হইয়া ক্ষেপিয়া উঠে॥ পাঠক মহাশয়রা, সসহায় বাচস্পতি মহাশয়ও ঐ সেয়ানপাগল মুচি ঢাকিরমত মন্বাদি বচনগুলি গান করিয়াছেন অর্থ বুঝেন নাই। রঘু ভাণ্ডারির মত অর্থ করিয়াছেন। তাহা ক্রমেতে দেখাইতেছি। এক উদাহরণ এই। আমি যে মুখমারিত্রিচড়ং লিখিয়াছি তাহার ভাব না বুঝিয়া বাচস্পতির আমাকে গালিদেওয়া অভিপ্রায়। শেষে লিখিয়াছেন। ধনলুব্ধ ব্রাহ্মণেরা আপনার উৎপত্তির কারণ না জানিয়া এরূপ পাপ কর্ম্মে রত হয়। হরিবংশে। ২০৭

অক্ষরাদ্‌ব্রাহ্মণাঃ সৌম্যাঃ ক্ষরাৎ ক্ষত্রিয় বান্ধবাঃ।
বৈশ্যাবিকারতশ্চৈব শূদ্রা ধূমবিকারতঃ॥
ততোবর্ণ ত্বমাপন্নাঃ প্রজালোকে চতুর্বিধাঃ।
ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়াবৈশ্যা শূদ্রাশ্চৈব মহীপতে॥

অক্ষর শব্দ বাচ্য আত্মা সৃষ্টি কালে অক্ষর হইতে সত্ব গুণ যুক্ত ব্রাহ্মণ প্রকাশ হয়েন। আত্মার বিকার জীব আত্মা হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হয়েন। জীবাত্মার বিকার হইতে বৈশ্য উৎপন্ন হয়েন। ধূম শব্দ বাচ্য অজ্ঞান, অজ্ঞান হইতে শূদ্র উৎপন্ন হয়েন ইত্যাদি। দেখুন পাঠক মহাশয়রা! বেদে লিখিত আছে।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসী দ্বাহু রাজন্য কৃতঃ।
উরূ যদস্য তদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥ ১॥

এই বেদ স্মরণ করিয়া মনু স্বয়ং প্রথমাধ্যায়ে লিখিয়াছেন।

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখ বাহু রুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তত॥

দেখুন বেদ বেত্তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্বায়ম্ভুব মনু ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সৃষ্টি অগু মধ্য হইতে জাত নারায়ণ ব্রহ্মার মুখাদি হইতে বলিয়াছেন ব্যাস কি হরি বংশে বেদ বিরুদ্ধ বেদার্থ মনু বচন বিরুদ্ধ বলিয়াছেন। যে

বাচস্পতি ব্যাখ্যা করিলেন অক্ষর শব্দ বাচ্য আত্মা সৃষ্টি কালে অক্ষর হইতে সত্ব গুণ যুক্ত ব্রাহ্মণ প্রকাশ হইয়াছেন। আত্মার বিকার জীবাত্মা হইতে ক্ষত্রিয়, দেখুন বেদে, মনু বচনে নারায়ণের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ বাহু হইতে ক্ষত্রিয় বাচস্পতি ব্যাখ্যা করেন অক্ষর শব্দে আত্মা সেই অক্ষর হইতে ব্রাহ্মণ আত্মার বিকার জীবাত্মা হইতে ক্ষত্রিয়। আত্মার কি বিকার আছে ? চরকে লিখে (নির্বিকারঃ পরস্ত্বাত্মা সর্ব্ব ভূতেষু নির্বিশেষঃ।) অতএব বাচস্পতি ঐ সেয়ান পাগল মুচি ঢাকির মত হরি বংশের বচন গান করিয়াছেন অর্থ বুঝেন নাই। রঘুভাণ্ডারির মত ঐ বচনের অর্থ করিয়াছেন। বেদ বেদার্থ মনু বচনের সহিত এক বাক্যতা করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয় তাহা হইলে সম্ব্যাখ্যা বলিতে হয় অপর দেখাইতেছি।

বাচস্পতি অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ দিগকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া গালি দেওয়ার অভিপ্রায়ে প্রথমতই কয়েকটি মনু বচন ঐ সেয়ান পাগল মুচি ঢাকির মত গান করিয়াছেন রঘু ভাণ্ডারির মত অর্থ করিয়াছেন। মনুর সে বচন গুলি এই।

পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতুর্বোভয়মেববা।
ন কথঞ্চন দুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি। ১॥
অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষ যোনিজং। ২॥
সঙ্করে জাতয় স্তেতা পিতৃ মাতৃ প্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ। ৩॥

এই কয়েকটি বচন গান করিয়াছেন অর্থ বোঝেন নাই রঘুর মত অর্থ করিয়াছেন। গ্রন্থ ব্যাখ্যার রিতি জানেন না। ব্যাখ্যার রিতি চরকে লিখিয়াছে দেখিয়াছি এক এক গ্রন্থকারে এক এক অভিপ্রায়ে সেই গ্রন্থ কারের গ্রন্থের পূর্ব্বাপর দৃষ্টি করিয়া অভিপ্রেতার্থ ব্যাখ্যা করিবে। বাচস্পতি তাহা জানেন না বচনটি দেখিয়াই আপন অভিপ্রায়

নত ব্যাখ্যা করেন। মনু দশমাধ্যায়ে ৪ চারি শ্লোকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণ পঞ্চম বর্ণ নাই এই বলিয়াছেন। প্রজা সৃষ্টি কালে যদি স্ত্রী পুরুষ দুই না হইলে হয়না তাহার যে অবর্ণ স্ত্রী পুরুষে প্রজা হইয়া ঐ চারি বর্ণে নিবিষ্ট হয় তাহাই ক্রমে বলিয়াছেন। এই ৫ পাঁচ শ্লোক।

সর্ব্ব বর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষত যোনিষু।
আনু লোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এবতে। ১॥

এই বচনের ব্যাখ্যা শ্রীযুত গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় কুল্লুক ভট্টের ব্যাখ্যায় ১৩ তেরটা দোষ দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই কবিরাজ মহাশয় পাঠাইয়াছেন তাহা বাচস্পতি পরিগ্রহ না করিয়া আপন মনমত অর্থ করিতেছেন ও বচনে যে যথার্থ করা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এই বহিতে পূর্ব্বে কবিরাজ মহাশয়ের কথা লিখিতে লিখিয়াছি। এখানে ও স্মরণার্থে সংক্ষেপে লিখিতেছি। (সবর্ণাসু তুল্যাসু স্ত্রীষু যেভ্যোজাতাযেতে জাত্যাত এব।) যথা। ব্রাহ্মণ হইতে পর ভার্য্যা ব্রাহ্মণীতে সধবাতে জাত কুল ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজঋষি বিধবাতে জাতঃ জাবাল সত্যকাম ঋষি গোলক ব্রাহ্মণ এই প্রকার পুনর্ভূ ব্রাহ্মণীতে জাত পৌনর্ভব ব্রাহ্মণ। এই রূপ ক্ষত্রিয়া হইতে পরস্ত্রী ক্ষত্রিয়াতে জাত কুণ্ড গোলক পৌনর্ভবঃ। তাহাতে কুণ্ড ক্ষত্রিয় কংস। বৈশ্য হইতে পরস্ত্রী বৈশ্যাতে জাত কুণ্ড গোলক পৌনর্ভব বৈশ্য। শূদ্রা হইতে পরস্ত্রী শূদ্রাতে জাত কুণ্ড গোলক পৌনর্ভব শূদ্র। এই সর্ব্ব বর্ণেষু তুল্যাসু ইহার উদাহরণ। (পত্নীষু যেভ্যো জাতাযেতে জাত্যাত এব) পত্নী যজ্ঞ সংযোগো ব্রাহ্মণের তিন ব্রাহ্মণ সত্ত্ব গুণাধিক ত্রিগুণে সৃষ্টি শান্ত স্বভাব। সেই ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণ কন্যার মন্ত্রে বিবাহে পতির সহিত একাত্মা হইয়া পতি গোত্রা হইয়া দ্বিতীয় জন্ম হয় শান্ত স্বভাব ঐ যোনিতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ শান্ত স্বভাব সু যোনি রজস্তম গুণাধি ত্রি গুণে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি ও সেই ক্ষত্রিয় কন্যার ঐ

ব্রাহ্মণের সহিত মন্ত্র বিবাহে পিতৃ গোত্র পিতার উগ্র স্বভাব ত্যাগ করিয়া পতির একাত্মা হইয়া ব্রাহ্মণ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ কুলে দ্বিতীয় জন্ম হয় সেই ব্রাহ্মণ যোনিতে যে পুত্র হয় সে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ শান্ত স্বভাব। দেখ এ দুর্যোনি কি সুযোনি? যদি ঐ ব্রাহ্মণ যোনি দুর্যোনি হয় তবে স ল ব্রাহ্মণ দুর্যোনি হয় তবে ও ব্রাহ্মণ যোনি দুর্যোনি নহে। এবং রজ গুণাধিক ত্রি গুণে বৈশ্য সৃষ্টি মৃদু স্বভাব। তাহাতেই বৈশ্য কন্যার ঐ ব্রাহ্মণের সহিত মন্ত্রে বিবাহে পিতৃ গোত্র পিতৃ স্বভাব ত্যাগ করিয়া পতি যে ব্রাহ্মণ তাহার একাত্মা হইয়া শান্ত স্বভাবা হইয়া পতি কুলে দ্বিতীয় জন্ম হইয়া ব্রাহ্মণী হন সেই পতি হইতে বৈশ্য কন্যা ব্রাহ্মণীতে যে পুত্র হয় সে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ দেখ একি দুর্যোনি কি সুযোনি। যদি দুর্যোনি হয় তবে অন্য সকল ব্রাহ্মণই দুর্যোনি হয়। এইব্রাহ্মণজ পূর্ব্ব তিন সুযোনি। ক্ষত্রিয় হইত ক্ষত্রিয়া পত্নীতে জাত ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সহিত মন্ত্রে বিবাহিতা বৈশ্য কন্যা ও ক্ষত্রিয় হইতে জাত পুত্র মাহিষ্য ক্ষত্রিয় এও সুযোনি যদি সুযোনি নাহয় দুর্যোনি তবে সকল ক্ষত্রিয়ই দুর্যোনি হয়। বৈশ্য হইলে বৈশ্য কন্যা পত্নীতে বৈশ্য এই (স্বজাতিজা নন্তরজাঃ বট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।) মনু এই বলিয়াছেন ভুয়ো ভুয়ো এই সকল প্রমান দর্শাইয়া লিখিয়াছি তথাপি চোরে না শুনে ধর্ম্মের কাহিনি। ঐ সেয়ান মুচি চাকি যেমন আপনার আপন স্বর্থ বলে ও গো ঠাকুর মহাশয়রা আমার আঙুলিটা দেও তাহাতে যদি কেহ বলে তুই কাহার নিকট আঙুলি চাহিতেছিস? তাহা না শুনিয়া আবার বলে আমার আঙুলিটা দেও না গো কোন প্রকারেই সে কাহার কথা শুনিবে না কেবল আপনার আঙুলিই চাহিবে বাচস্পতিও সেই প্রকার। ও গো মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠরা বর্ণ সঙ্কর তাহাতে লিখা হইয়াছে (সকর্ম্মপাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করা) এই মনু বলিয়াছেন ইহাতে এক্ষনে সকলেই বর্ণ সঙ্কর।

তাহা ঢোক চিপিয়া বলেন, এই বচন মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠেরা বর্ণসঙ্কর এমন সেয়ান পাগলের লিখায় কি পণ্ডিতে বিচার করে? শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরাজ এই মুর্খতা দেখিয়াই উপেক্ষা করিয়াছেন। দেখুন বাচস্পতির যদি শাস্ত্রে অভিনিবেশ থাকিত তবে শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরাজের পক্ষের প্রমান দান ধর্ম্মের বচনটা নিজের পক্ষে লিখিতেন না।

দান ধর্ম্মে।

তিস্রোভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বেভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যতু।

বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমংভবেৎ॥

নিজেই অর্থ করিয়াছেন ব্রাহ্মণের তিন ভার্য্যা ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ক্ষত্রিয়ের দুই ভার্য্যা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বৈশ্যের এক ভার্য্যা। ইহাদিগের অপত্যই পিতৃ জাতি প্রাপ্ত হয়। দেখুন নিজেই এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী ভার্য্যা জাত পুত্রও পিতৃ জাতি। ক্ষত্রিয়া ভার্য্যাজাত মূর্দ্ধাভিষিক্তও পিতৃ জাতি বৈশ্য ভার্য্যা জাত অম্বষ্ঠও পিতৃ জাতি ব্রাহ্মণ ইহাই নিজের বলা হইয়াছে তবে আবার যে পুনর্ব্বার (সঙ্কীর্ণ যোনয়ো যেতু প্রতি লোমানু লোমজঃ। এই বচনের অর্থ করিতে কি বুদ্ধিতে অনুলোমজ শব্দের ব্যাখ্যা করিতে কি বুদ্ধিতে সংকীর্ণ যোনির মধ্যে অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্ত মাহিষ্য করণ অম্বষ্ঠ উগ্র নিষাদ ইহা লিখিয়াছেন। তাহাতেই বলি শাস্ত্রে অভিনিবেশ নাই। সংকীর্ণ যোনিতে প্রথম লিখিত প্রতিলোমজ হয় পরে।

ব্রাহ্মণাদুগ্র কন্যায়া মারতো নাম জায়তে।

আভিরোঽম্বষ্ঠ কন্যায়া মায়োগ ব্যাস্তধিগণ॥

ইত্যাদি বচনে অনুলোমজ সঙ্কীর্ণ যে নিজঃ। ব্রাহ্মণের অনুলোম উগ্রা আযোগব প্রভৃতি তাহাতে জাত আবৃত ধিগণ প্রভৃতি ইহা যে অন্যান্য ব্যতিসক্ত তাহা অশেষে বলিব সমানজ, সঙ্কীর্ণ যোনি যে অন্যান্য ব্যতিসক্ত তাহা অশেষে বলিব না এই অর্থ প্রতিলোমানু-

লোমজা পদের ব্যাবৃত্তি তাহাতে ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভ জাত আভি-রের অন্যান্য ব্যতিসক্তের বলিব না। এমন অর্থ না করিলে ও বচনে প্রতি লোম সু লোমজা এ বিশেষণ দেওয়ার আবশ্যক হয় না। শাস্ত্রের মধ্যে অভিনিবিষ্ট হইয়া লিখিতেছয়। শতংবদ মালিখ পণ্ডিতের নিকটে লিখিতে বিবেচনা করিয়া লিখিতে হয় তবে ব্রাহ্মণের ঔরষে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভজাত আভীর পুত্রটি ও ব্রাহ্মণ হইতে পারে এ আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু শাস্ত্র কর দিগের অভি-প্রায় পূর্ব্বাপর গ্রন্থ দেখিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয় তাহা না জানা প্র-যুক্ত ঐ আপত্তি করিয়াছেন।

অর্থাৎ প্রকরণাল্লিঙ্গাদে চিত্যাদ্দেশ কালতঃ।
শব্দার্থাস্তু বিভিদ্যন্তে নরূপাদেব কেবলং॥

শব্দার্থ ভেদ করিতে যে এই শাস্ত্রে বলিয়াছেন তাহা বুঝি বা-চস্পতি জানেন না। মনু সঙ্কীর্ণ যোনির প্রকরণে আভীর বলিয়াছেন "পূর্ব্বে পত্নীষু সম্ভূতা যেতে জাত্যাতএব জ্ঞেয়া।" ইহা বলিয়া মূর্দ্ধা-ভিষিক্ত অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। স্ববচন বিরুদ্ধ বচন মনু বলেন নাই ভ্রান্ত অপ্রমান পুরুষ মনু নাহন। তবে সঙ্কীর্ণ প্রকরণে উক্তি হেতু অর্থ ভেদ এবং বিশেষ পরতা করিয়া ব্যাখ্যা করিলেই কোন আপত্তি হয় না। মনুই পরে সঙ্কর জন্ম হেতু বলিয়াছেন।

ব্যভিচারেণ বর্ণানা মবেদ্যা বেদনে নচ।
স্বকর্ম্মনাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণ সঙ্করাঃ॥

যখন সমান বর্ণে জাত আভিরকে বর্ণ সঙ্কর বলিয়াছেন তাহাতে বর্ণ সঙ্করের কারণ এখানে উল্লেখ সে কারণ কি? সবর্ণে বর্ণ ব্য-ভিচার হয়না পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে স্ব কর্ম্ম ত্যাগি ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তবে সবর্ণে অবেদ্যা বেদন সম্ভব। তাহাতে মাতৃ সপিণ্ডা বিবাহ প্র-মাদ সম্ভব তবে ঐ ব্রাহ্মণের মাতৃ সপিণ্ডা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ কন্যা অবেদ্যা তাহাই বেদন করিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত ব্রাহ্মণ না হইয়া আভীর সংজ্ঞা

বর্ণ সঙ্কর হইয়াছে। "অম্বষ্ঠ কন্যায়াং,, এই সামান্যত উক্ত শব্দ "অবিবাহোঢ়ায়া মম্বষ্ঠ কন্যায়াং,, এই বিশেষ পর করিয়া প্রকরণাধীন ব্যাখ্যায় কোন দোষ নাই মনুর স্ববচন যে "পত্নীষু জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এবতে,, এই তাহার বিরুদ্ধ হইল না অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বর্ণই সিদ্ধান্ত এবং ব্যাস বচন যে "তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো নসবর্ণাৎ প্রহীয়তে।,, এ বচন বিরুদ্ধ হইল না। এবং দান ধর্ম্মের বচন যে বাচস্পতি লিখিয়াছেন "তিস্রোভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ।,, এ বচনও বিরুদ্ধ হইল না। কি বলিব স সম্থায় বাচস্পতি বড় পণ্ডিতাভিমানি। কিন্তু কোন্ শব্দ কোন্ প্রকরণে প্রয়োগ করিলে কি অর্থ হয় তাহার কিছু মাত্র বোধ নাই কেবল বিতণ্ডাগিসার কেবল শাস্ত্রার্থাপলাপ করিয়া ধর্ম্ম লোপ করাই বাসনা যেহউক। দেখুন (পত্নীষু সম্ভূতাস্বেভ্যো যেতে জাত্যাস্ত এবেতি) বলিয়াছেন তাহাতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ট দুই ব্রাহ্মণ পুত্র ব্রাহ্মণ। এবং ব্যাস বচনেও "তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রোন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে।,, ইহাতে ঐ দুই পুত্র ব্রাহ্মণ। "তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য তাস্বপত্যং সমংভবেৎ।,, এই বাচস্পতির লিখিত বচনেতেও ঐ দুই পুত্র ব্রাহ্মণ। তাহার পরে "অক্ষত যোনিষু। আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যাজ্ঞেয়াস্তএবতে।,, এই বলিয়াছেন। তাহাতে অক্ষত যোনি অনূঢ়া অনুলোমাক্রে যাহা হইতে জাত সেও জাতিতে সেই জাতি। উদাহরণ। "ব্যাসকানীন ব্রাহ্মণ।,, আনুলোম্য বলাতে অক্ষত যোনি অনূঢ় যে সবর্ণা তাহাতে জাত পিতৃবর্ণ নহে চণ্ডাল হয় ব্যাস বলিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন। বাচস্পতি কিছু অনুধাবন করেন না। দেখুন এই যে ত্রিবর্ণে ব্রাহ্মণের তিন পুত্র ব্রাহ্মণ বর্ণে নিবিষ্ট ক্ষত্রিয়ের দুই বর্ণে দুই পুত্র ক্ষত্রিয় বর্ণে নিবিষ্ট। বৈশ্যের বৈশ্যাতে এক পুত্র বৈশ্য বর্ণে নিবিষ্ট। অতএব মনু বলিয়াছেন। "স্বজাতিজ্ঞানন্তরজাঃ ষট্সুতাদ্বিজ ধর্ম্মিণঃ।,, ইহার শেষ যত সকল শূদ্র বর্ণে নিবিষ্ট।

"শূদ্রাণাঞ্চ সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেহপধ্বংসজাস্মৃতাঃ।" অতএব চারি বর্ণ নাস্তিতু পঞ্চমঃ। দেখুন মনুর যথার্থ অর্থ কবিরাজ মহাশয় করিয়াছেন কি কল্লুক ভট্ট যথার্থ অর্থ করিয়াছেন অশ্বতরবৎ পঞ্চমোবর্ণোন। এবং পত্নীষু এইপত্নীশব্দ গ্রহণে পরপত্নীতেজাত পুত্রের ব্রাহ্মণাদি জাতিত্ব নাই এই যে কুল্লুক ভট্টব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে কবিরাজ মহাশয় কুণ্ডগোলকাদি ব্রাহ্মণমধ্যভুক্ত তাহাতে দোস দেখাইয়াছেন বাচস্পতি কিছুই চক্ষে দেখেননা। কানেও সুনেন নাহি। অতএব এই ছয় পুত্র স্বযোনি, দুর্যোনি নহে। কারণ মাতাপিতা জন্মতো মন্ত্রে বিবাহত এক বর্ণভিন্ন বর্ণ নহে।। যাহাদিগের মাতা পিতা পৃথক বর্ণ তাহারা দুর্যোনি। সেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের শূদ্রাভার্য্যা মন্ত্রেবিবাহ নাই পৃথক বর্ণ তাহাতে যেপুত্র পারশব উগ্রকরণ তাহারা দুর্যোনি। পারশবশব্দের নিরুক্তি করিয়াছেন। সপারয়ন্নেবশব পারশব। পিতাপুত্র হইয়া পিতৃকর্ম্মে করিতে পারিয়াও শববৎ মৃতবৎ। পিতৃকার্য্য করিতে অধিকার নাই। করণশব্দ যোগার্থেই নিরুক্তি। তবে উগ্রশব্দের নিরুক্তি করিয়াছেন। ক্ষত্রশূদ্রবপুঃ ক্রূরউগোনামা প্রজায়তে ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তু এপ্রকার পাঠও কোনোপুস্তকে আছে। মাতাপিতা পৃথকবর্ণ এই হেতু ক্ষত্র শূদ্র বপুঃ বলিয়াছেন ইহাতেই জ্ঞাপন হইয়াছে জন্মতো করণ মন্ত্রে বিবাহত একবর্ণানুলোম মাতাপিতারজাত পুত্র উভয় বর্ণ নহে। এই প্রকার বিভিন্নবর্ণ মাতাপিতায় জাত পুত্র বা দুর্যোনি। তাহাতেই মনু বলিয়াছেন।

পিত্র্যংবাভজতেশীলং মাতুর্ব্বোভয়মেববা।।
নকথঞ্চনদুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি।।
অনার্য্যতানিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকেকলুষযোনিজং।।

পিতামাতা পৃথগ্বর্ণ হইলে পৃথক স্বভাব হয়না। ব্রাহ্মণাদি ষট্পুত্রের মাতাপিতা পৃথগ্বর্ণা নহে পৃথক স্বভাবাও নহে দুর্যোনিও নহে। তবে পারশবাদির মতো পিতা পৃথগ্বর্ণ তাহারা দুর্যোনি তাহাকেই পীতার

শীল অথবা মাতারশীল ভজে। একবর্ণ মাতা পিতা পুত্রেরা মাতাপিতা উভয়েরি শীল ভজে॥ তাহাতে দুর্যোনি যাহারা তাহারা কোনো প্রকারেই স্বীপ্রকৃতি ত্যাগ করেনা॥ সুযোনি যাহারা তাহারা উপদেশাদি দ্বারা কথঞ্চনস্বীয় প্রকৃতি ত্যাগ করে। ইহার উদাহরণ প্রচ্ছন্নাবা প্রকাশাবা এই বচনে দেখাইব॥ এই দুর্যোনি কিশে জানা যায় তাহাতে ই বলিয়াছেন। অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা এই বচন॥ এই দুইবচন বাচস্পতি লিখিয়া শ্রীযুক্তগঙ্গাধর কবিরাজকে লিখিয়াছেন। অতএব আপনি তাঁহাকে গালাগালি দেওয়াতে তিনি ক্ষুন্ন নহেন। এই যে বাচস্পতি লিখিয়াছেন তাহাতে কি বাচস্পতি সাত্বিকশান্তস্বভাব ক্ষমা গুণান্বিত এই বোধ হয়? তাহা হয় না। উড়িতে পারে না মেটীয়া ফড়িং পোষ মেনেছে। যখন নিজে শিবলিঙ্গার্চ্চদর্পণে অগ্রেই কবিরাজকে বর্ণসঙ্করাদিবলিয়া গালি দিয়াছেন তখন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন গালি দিলাম গালি দিবে যখন খেউরের দল যাহারা করে তাহারা গালি দেওয়া গালি খাওয়া স্বীকার করিয়া দল বাঁধে গালি গায়ে পাতিয়া লয় ক্ষুন্ন হয় না। ও কর্ম্মের ঐ ধর্ম্ম গালিতে আসে না সেই মত বাচস্পতি ও স্বাক্ষর কারিতের জন লইয়া এক দল বাঁধিয়া শিব লিঙ্গার্চ্চ দর্পণে অম্বষ্ঠ দিগকে গালি দিয়াছেন, এক্ষনে গালিতে ক্ষুন্ন হইবেন কেন? ওটাত অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে সজ্জন কে যদি ব্যঙ্গে কোন কথা বলা যায় সে ব্যক্তি তৎক্ষনাৎ নিবৃত্তি থাকে দেখুন গঙ্গাধর কবিরাজ বাচস্পতির কুচরিত্র কুশীলতা দেখিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন। দুঃশীল লোকে খেউড় ওয়ালা দিগের মত গালিতে আসেনা আরও উচ্ছলিত হইয়াউঠে গালি দিয়া জয় করিব ক্ষান্ত হইবনা। সেই মত বাচস্পতি গালি গালি দিব গালি খাইব ক্ষান্ত হইবনা। দেখুন শিব লিঙ্গার্চ্চাদর্পণে ছলে অগ্রেই গালি দিয়াছেন পরে অম্বষ্ঠ দর্পণে দুই স্থানে গালি দিয়াছেন তাহাতেই দ্বিতীয় খানায় সদ্যোনি যে গঙ্গাধর কবিরাজ তাঁহাকে কলুষ যোনি বলিয়াছেন তাহাতে কি গালি দেওয়া হয় নাই?

এবং প্রথমে যে প্রমাদ ভঞ্জনী পাঠাইয়াছিলেন তাহাতেকি বাচস্পতিকে কবিরাজ মহাশয় গালি দিয়াছিলেন ? সেই গ্রন্থ পাইয়া বাচস্পতি ১৩ তের জন পণ্ডিতের সাক্ষর করিয়া শিবলিঙ্গার্চ্চা দর্পণ নাম ছল করিয়া অম্বষ্ঠ দিগকে শূদ্র বর্ণ সঙ্কর অসংস্কার্য্য ইত্যাদি বলিয়া লিখিয়াছেন। তাহাতে কি কবিরাজ মহাশয়কে গালি দেওয়া হয় নাই। কবিরাজ মহাশয় তাহার উত্তর গঙ্গাকাশীর প্রশ্নোত্তর পাঠাইয়াছেন তাহাতে বর্ণসঙ্করের উত্তরে যথার্থ লিখিয়াছেন তাহাতে কি বাচস্পতির গালি হইয়াছে স্বকর্ম্ম ত্যাগি এইক্ষণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকল জাতিই হইয়াছে বাচস্পতি কি অগ্নিহোত্রাদি স্বকর্ম্ম ত্যাগী নহে। তাহাই বলিলে কি গালি হয় যে প্রকার স্বকর্ম্ম সে নিজেও স্বীকার করিয়াছে। পরে অম্বষ্ঠ চন্দ্রিকা বলিয়া ক্রমে দুই খণ্ড বহি পাঠাইয়াছেন তাহাতে ভুয়ো ভুয়ো সঙ্কর জাতি বলিয়া লিখিয়াছেন কুল দূষক ইত্যাদি বলিয়াছেন। সে কি গালি নহে? এই সকল দুঃস্বভাব ক্রূরতা দ্বেষ ইত্যাদি বাচস্পতি নিজেরি প্রকাশ করিয়া কলুষ যোনিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন॥ মনে মনে জানিতেছেন যে নিজে গালি দিয়াছি গালি দিলে গালি দিবে তবে ক্ষুন্ন হইবেন কেন। পরে এই বহিতে লিখিয়াছেন আমি ক্ষুন্ন নহি ক্ষোভের বিষয় এই প্রমাদ ভঞ্জনীতে আপনিই স্বয়ং লিখিয়াছেন যে বৈদ্যরা কোন বর্ণজাতি তাহাও লোকে নিশ্চয় জানেনা কেহ বলে বৈশ্য কেহ বলে শূদ্র কাহারোবা এমন বোধ যে ইহারা চাঁড়াল বা মুচি এ বাক্যটি কি আপনার প্রশংসা। যদি প্রশংসা হয় তবে আপনাকে বর্ণসঙ্কর বলা গালি হয় না যেহেতু চাঁড়াল বর্ণসঙ্কর। এবং ঐ গ্রন্থে লিখিয়াছেন বড় খেদের বিষয় এ সকল ঘটনা কেবল পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈদ্যরা যে সকল পণ্ডিত ছিলেন তাঁহারা মন্বাদি স্মৃতি জানিতেন না অনভিজ্ঞ পণ্ডিত জনেরা যে ব্যবস্থা বলিয়াছেন তাহাই মাথায় করিয়া লইয়া আচরণ করিয়াছেন। আমার বাসনা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এইক্ষণ কার মতযেমন ধর্ম্ম তেমন করিয়া উদ্ধার হওয়া হয়। ইহাতেই বাচস্পতি লিখিয়াছেন এ বিষয়ে বক্তব্য এই যদি এইক্ষণ-

কার মত যেমন ধর্ম্ম তেমন করিয়া উদ্ধার হওয়া হয় তবে প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক কি এবং আমরাই বা কেন বিপক্ষ হইব ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিতেছেন আপনারা গ্রহণ করিবেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ কুলের উন্নতিই হইবে ইতি।

বুদ্ধির সাগর বাচস্পতি মহাশয় সহায়গণ সহিত একত্র বসিয়া সকল বুদ্ধির চিপি খুলিয়া এই সকল লিখিয়াছেন ভাষা লিখার অর্থবোধ করিতে পারেন না তাহাতেই মন্বাদি শাস্ত্র লইয়া টানাটানি করেন। শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় যে প্রমাদ ভঞ্জনীতে লিখিয়াছেন বৈদ্যরা কোন বর্ণজাতি তাহাও লোকে জানেনা ইত্যাদি তাহা প্রতি কারণ অনভিজ্ঞ পণ্ডিত দিগের ব্যবস্থা, তদনুসারে স্বধর্ম্মানভিজ্ঞ বৈদ্য দিগের তাহাই স্বীকার। সেই মত অনভিজ্ঞরা কেউ বৈশ্য বলে কেহ শূদ্র বলে কেহ বর্ণসঙ্কর মুচি চাণ্ডাল মত ভাবে। দেখুন এসকল মূর্খের কথা বলিয়াছেন কি না তাহাতে বাচস্পতি লিখিয়াছেন তবে আপনাকে বর্ণসঙ্কর বলা গালি হয় না যেহেতু চাঁড়াল বর্ণসঙ্কর। এই লিখাতে বাচস্পতি নিজেই অনভিজ্ঞ পণ্ডিত স্বীকার করিয়া বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন। অনভিজ্ঞরাই বৈদ্যকে ঐ মত বলে। মূর্খে যাহা ইচ্ছা তাহা বলিলে গালি হয় কি না ? যদি কোন মূর্খ চণ্ডালে বাচস্পতির মাতৃ উচ্চারণ করিয়া কিছু বলে তবে তাহা কি বাচস্পতির পক্ষে গালি হইবেনা? কিন্তু যাহা বলিয়া গালি তাহাই হয় এমন নহে তিনি যে বর্ণ সঙ্করাদি বলিয়া গালি দিয়াছেন তাহাতেই বর্ণসঙ্কর হয়নাই কিন্তু উৎকর্ষে অদ্ভুত ভাষণ ব্রহ্ম হত্যার সম পাপ তাহাই বচস্পতির ভুয়ো ভুয়ো হইতেছে। আর কবিরাজ মহাশয়ের প্রতি বাক্ পাকয্য হইতেছে। বাক্ পাকয্যে যে দণ্ড মনুতে লিখিয়াছে তাহা বাচস্পতিও জ্ঞাত আছেন অতএব অনভিজ্ঞ বাচস্পতি বৈদ্য কোন বর্ণ জাতি তাহা না জানিয়া বর্ণ সঙ্কর বলাতে গালি হইয়াছে। আমিও মুখ ব্যারিজি চক্ষে তেমনই লিখিয়াছি "মূর্খস্য লাঠ্যৌ যধং,, বাচস্পতি

আবার লিখিয়াছেন যদি এইক্ষণকার মত যেমন ধর্ম্ম তেমন করিয়া উদ্ধার হওয়া হয় তবে আর প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক কি? এবং আমরাই বা কেন বিপক্ষ হইব ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিতেছেন আপনারা গ্রহণ করিবেন ইহাতে ব্রাহ্মণ কুলের উন্নতি হইবে। ইং। যে বাচস্পতি লিখিয়াছেন এই ক্ষণকার মত ধর্ম্ম কি? বেদ না পড়া স্বকর্ম্ম ত্যাগে বর্ণ সঙ্কর হইয়া যেমন অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা বিনা প্রায়শ্চিত্তে উপনীত হয়েন সেই মত উপনয়ন গ্রহণ করিলে বিপক্ষ হইতেন না। বাচস্পতি দিগের মত ব্রাহ্মণ হওয়া হইত ঝাঁকের কোই ঝাঁকে মিশিয়া জাইত ঐ মত ব্রাহ্মণ কুলের উন্নতি হইত। তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সাংকর্য্যাদি দোষ হইতে মুক্ত হইয়া এক্ষণ কার যেমন ধর্ম্ম তেমন হইয়া উদ্ধার হওয়ার বাসনা করাতে বিপক্ষ হইয়াছেন যে উহাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ নাহইতে পারে। কি দুর্ম্মতী দুঃশীল ইহাতেই কলুষ যোনি অনুমান হয় কারণ তিনি নিজেই এই মনু বচন লিখিয়াছেন।

অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষ যোনিজং॥

দেখুন মহাশয়রা বাচস্পতি নিজের লেখাতেই ক্রূরতা প্রকাশ করিয়াছেন। এবং স্বকর্ম্ম ত্যাগির সন্তান বর্ণ সঙ্কর সে সাঙ্কার্য্য দোষের প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া উপনীত হইয়াছেন সে উপনয়ন অসিদ্ধ অতএব অনার্য্যতা এবং নিষ্ক্রিয়াত্মতা ত ব্যক্তই দেখাইতেছি। দেখুন বাচস্পতি কলুষ যোনি কি না? এইত প্রকাশে ব্রাহ্মণী গর্ভজাত দেখাতেও কলুষ যোনিত্ব ব্যক্ত হইতেছে এবং নিজেই মনু বচন লিখিয়াছেন।

সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতা পিতৃ মাতৃ প্রদর্শিতা।
প্রচ্ছন্নাবা প্রকাশাবা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ। ১॥

(ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ। ইত্যাদিকা উক্তা যাএতাঃ সঙ্করে জাতয় স্তাপিতৃমাতৃ প্রদর্শিতাঃ।) ইহাতে প্রচ্ছন্ন সঙ্করই

বা হউক আর প্রকাশ সঙ্করইবা হউক স্বকর্ম্ম দ্বারা তাহা জানিবেন। দেখুন এইবচনানুসারে বাচস্পতি স্বকর্ম্ম ত্যাগির সন্তান বর্ণ সঙ্কর হইয়াছে কি না? যখন অনার্য্যতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা দেখিতেছি তাহাতে স্বকর্ম্ম ব্রাহ্মণ সন্তান বর্ণ সঙ্কর ইহাই প্রকাশে বোধ হইতেছে প্রচ্ছন্নে আরও একটা বোধ হইতেপারে। অতি ক্রোধি দেখুন যত তত শাস্ত্রে প্রমান দেখাইতেছি ততই ক্রোধে সর্পের ন্যায় ফুলিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিতেছেন। প্রচ্ছন্ন কলুষ যোনির একটা ইতিহাস লিখিতেছি। প্রকাশে ব্রাহ্মণ গর্ভে জন্মিলেই যে ব্রাহ্মণ যোনি হয় এমন নহে প্রচ্ছন্নে ব্রাহ্মণ গর্ভেও অন্য যোনি হয়। তাহার ইতিহাস শান্তি পর্ব্বে আছে। সংস্কৃতে লিখিলে অনেক বাহাল্য হয় প্রযুক্ত ভাষায় সংক্ষেপে লিখিতেছি।

একদা যুধিষ্ঠিব মনে বিবেচনা করিলেন ক্ষত্রিয় বৈশ্য ছন্দে জাত তপস্যায় এই জন্মেই ব্রাহ্মণ হইতে পারে এবং হইয়াছে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। শনক রাজা বশিষ্টের বাক্যে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন এবং বৈশ্যও হইতেপাবে কিন্তু শূদ্র তপস্যায় ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি না? এই মনে করিয়া ভীষ্মকে জিজ্ঞাযা করিলেন শূদ্র এক জন্মে ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি না? ভীষ্ম বলিলেন শূদ্র এক জন্মে ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ইহার এক ইতিহাস শুন।

এক ব্রাহ্মণ তাঁহার স্ত্রী এবং একটি পুত্র এই তিন জন মাত্র ছিলেন। কিন্তু সুসম্পন্ন ছিলেননা। পুত্রটি লিখাপড়ায় উপযুক্ত, যেমন বাচস্পতি ভটাচার্য্য। এক দিবস ব্রাহ্মণ পুত্রকে বলিলেন অদ্য যজমান বাড়িতে কর্ম্ম আছে আমি কিছু কাতর আছি অতএব তুমি যাইয়া ক্রিয়াদি করাইয়া আইস ব্রাহ্মণ পুত্রের একটি গর্দ্দভী ও তাহার অপ্রাপ্ত যৌবন একটিশাবক এই দুইটিকে শকটে যুড়িয়া সেই শকটারুঢ় হইয়া যজমান বাটিতে চলিলেন। কতক দূর গিয়া গর্দ্দভ শাবকটি তখন আর গাড়ী টানিতে পারেনা দাঁড়াইয়া থাকিল। ব্রাহ্মণ বালক

কষাঘাত করিতে লাগিল ও সেই আঘাতে তাহার গা দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল ছাটা কাঁদিয়া তাহার মাকে বলিল মা! আমাকে মারিয়া রক্তারক্তি করিয়া দিল আমি আর গাড়ি টানিতে পারিনা গাধী বলিল বাছা কি করিবা সহিয়া থাক, অদ্য চণ্ডালের হাতে ঠেকিয়াছ। ছাটা আবার ধিরে ধিরে খানিক গিয়া আবার দাঁড়াইল আর টানিতে পারেনা। ব্রাহ্মণ বালক ক্রোধ করিয়া শপাশপ চাবুক মারিতে লাগিল। ছাটা কাঁদিয়া পুনরায় মাকে বলিল মা আমার প্রাণ যে জায় এত পরিশ্রম তাহার উপর আবার মামারিয়া রক্তারক্তি করিল। গাধী বলিল কি করিবা চণ্ডালের হাতে ঠেকিয়াছ যে পর্য্যন্ত প্রাণ থাকে সহিয়া থাক। ছাটা কঁদিতে কাঁদিতে ধীরে ধীবে কতদুর জাইয়া আর চলিতে পারেনা শুইয়া পড়িল ব্রাহ্মণ বালক ক্রোধ করিয়া নির্ঘাত চাবুকের বাড়ি মারিতে লাগিল ছাটা বড় কাঁদিয়া বলিল মা আমার মৃত্যুও হয়না চাবুকের বাড়িও আর সহিতে পারিনা। গাধী পুনরায় ঐ রূপ বলিল ব্রাহ্মণ বালক তিন বার ঐ কথা শুনিয়া গাধীকে বলিল গর্দ্দভী তুই আমাকে চণ্ডাল বলিলি কেন? গাধী বলিল সত্যে বলিয়াছি। ব্রাহ্মণ বালক বলিল তাহা নহে তিন বার চণ্ডাল বলিয়াছিশ ইহার বৃত্তান্ত কি বল গাধী বলিল আমি কি বলিব তোমার মায়ের কাছে জন্ম বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবা। ব্রাহ্মণ ঐ স্থান হইতে ফিরিয়া বরারর মাতার নিকটে গিয়া বলিল আমার জন্ম কি প্রকারে হইয়াছে বল নচেৎ প্রাণ ত্যাগ করিব গাধী আমাকে তিন বার চণ্ডাল বলিয়াছে। উহার মাতা তখন বলিল বাছা আমার কিছু দোষ নাই আমি ঋতু বতী ছিলাম চতুর্দিবসে ঋতু স্নাতা হইয়া আসিবার সময় পথে কয়েক বেটা নাপিতে বলাৎকার করিয়াছিল তাহাতেই তুমি হইয়াছ। ব্রাহ্মণ বালক শুনিয়া তখনই তপস্যায় গেল। দেখুন মহাশয় প্রকাশে ব্রাহ্মণী গর্ভ জাত ব্রাহ্মণ বলিয়া সকলে জানিত ও

ব্যক্তি যে প্রচ্ছন্ন চণ্ডাল সঙ্কর জাতি তাহা কেবল ক্রোধেতে প্রকাশ হইল। দেখুন বাচস্পতি দিগের ক্রোধ কোন ক্রমেই নিবৃত্তি নাই অনার্য্যতাদিতে কলুষ যোনি প্রকাশ হইয়াছিল বটে কিন্তু বিশেষ ব্যক্ত ক্রোধতে হইতেছে। এই প্রচ্ছন্ন কলুষ যোনির উদাহরণ অপর প্রচ্ছন্ন সদ্যোনির উদাহরণ। তাহা এই

সত্যকামোহজাবালো"জবালাং মাতর মামন্ত্রয়াঞ্চক্রে"
ব্রহ্মচর্য্যং ভবতিবৎস্যামি"কিংগোত্রো স্বহমস্মীতি। ১।
সাহৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ"তাতযদ্গো ত্রস্ত্বমসি"
বহ্বহংচরন্ত্রীপরিচারিণী" যৌবনেত্বমলভে। ২।
সাহমেতন্ন"বেদযদ্গোত্রস্ত্বমসি"জবালাতুনামাহমস্মি। ৩।
সত্যকামোনামত্বমসি"সত্যকামএবজাবালো"ব্রবীথ.ইতি। ৪।
সহহারিদ্রুমতং গৌতমমে"ত্যোব চব্রহ্মচর্য্যং
ভগবতি"বৎস্যাম্যুপেযাং ভগবন্তমিতি। ৫।
তংহোবাচ কিং গোত্রো নুসৌম্যাসীতি"।
সহোবাচ নাহমেত"দ্বেদভো যদ্গোত্রে হমস্মি। ৬।
অপৃচ্ছং মাতরং সামাপ্রত্যব্রবী"দ্বহুহং চরন্তী পরিচারিণী"
যৌবনেত্বা মলভে সা "হমেতন্নবেদ যদ্গো ত্রস্ত্বমসি। ৭।
জবালাতু নামাহমস্মি"সত্যকামো নামত্বম সীতিসো
হহংসত্যকামো জাবালোঽস্মি ভোইতি। ৮।
তংহোবাচনৈত দ্ব্রাহ্মণো বিবক্তু মর্হতি
সমিধংসো ম্যাহরো পত্বানেষ্যে। ৯।
ন সত্যা দগাইতি তমুপনীয়কৃশানা মরলানাং চতুঃশতাগা
নিরাকৃত্যোবাচেমাঃ সৌম্যানুসং ব্রজেতি। ১০। ইত্যাদি।

ইহার অর্থ এই। সত্যকাম নামে এক বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্র ছিল। ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত ব্রাহ্মণ এই প্রকাশ্যে ছিলো। সেই ব্রাহ্মণীর পতির ঔরস পুত্র। যখন ঐ সত্যকাম মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলো মা আমি কা

চর্য্য করিব। আমি কি গোত্র। তখন তাহার মাতা বলিলেন। আমি যৌবনে বহুজনকে আচরণ করিয়া পরিচারিণীছিলাম যৌবনে তোমাকে লব্ধ হইয়াছি। কি গোত্র তুমি তাহা আমি জানি না। যে যাহার পুত্র হয় সে তাহার গোত্র হয় তুমি কাহার পুত্র তাহা জানিনা কি গোত্র তুমি তাহাও জানি না। তুমি সত্যকাম নাম আমি জবালা নাম জবালার পুত্র জাবলে ইহাই বলিব। সত্যকাম হারিদ্রুমত গৌতমের নিকটে আসিয়া বলিলেন ভগবান্ আমি আপনকার নিকটে ব্রহ্মচর্য্য করিব। হারিদ্রুমত ঋষি বলিলেন কি গোত্র তুমি। তাহাতে সত্যকাম ঐ কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া হারিদ্রুমত বিবেচনা করিলেন। এ ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত যদি অন্যবর্ণ পুরুষ জাত হইতো তবে অব্রাহ্মণ হইতো। এই যে ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ উপনীত হইয়া ব্রতপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্তি বাক্য অব্রাহ্মণে বলিতে যোগ্য হয় না তবে এ ব্রাহ্মণ সন্দেহ নাই ইহা চিন্তা করিয়া বলিলেন সমিধ আন আমি তোমাকে উপনয়নাদির পরে তাহাকে উপনয়ন দিয়া যাহা হয় করিয়াছেন তাহা ইহার পর লিখা আছে। দেখুন মহাশয়েরা ঐ ব্যক্তি প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত তাহাতে তাহার মাতা গোত্র বলিতে না পারিবাতে ব্রহ্মণত্ব প্রচ্ছন্ন হইলো তাহাতে হারিদ্রুমত সন্দেহ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলেন ব্রহ্মচর্য্য করিব এমন কথা অব্রাহ্মণে বলে না তবে এ নিশ্চয় ব্রাহ্মণ ইহা বলিয়া উপনয়নাদি বেদাদি পড়াইয়াছেন ঐ মত অম্বষ্ঠরাও ব্রাহ্মণ। অনভিজ্ঞ স্মার্ত্তেরা না জানিয়া বৈশ্য শূদ্র বলিয়া ব্যবস্থা দিয়া এবং অম্বষ্ঠরাও স্বধর্ম্ম না জানা প্রযুক্ত ঐ ব্যবস্থামত কর্ম্ম করিয়া ব্রাহ্মণত্ব টা প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিলো। তাহাতে শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় স্বধর্ম্ম মন্বাদি শাস্ত্রে জ্ঞাত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়নাদি গ্রহণের নিমিত্তে সকলকে জ্ঞাপন করিয়াছেন এই ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্ম প্রবৃত্তি বাক্য কি অব্রাহ্মণে বলিতে পারে ব্রাহ্মণেই ইহা বলে। অতএব অম্বষ্ঠরা যে ব্রাহ্মণ তাহা মন্বাদি শাস্ত্রে যেমন প্রমাণ হইতেছে শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের প্রবৃত্তিতেও অনুমানে সিদ্ধ

নিশ্চয় হইতেছে। তাহাতে সন্দেহ নাই। বাচস্পতি এবার নিজেও ভীষ্মোক্ত ব্যাসের লিখিত দান ধর্ম্মের বচন লিখিয়া ব্যাখ্যা করিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

দান ধর্ম্মে।

তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বেভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যত্ত।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ।

এ বচনের অর্থ নিজেই লিখিয়াছেন। ব্রাহ্মণের তিন ভার্য্যা ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা। ক্ষত্রিয়ের দুই ভার্য্যা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা। বৈশ্যের একই ভার্য্যা বৈশ্যা। ইহাদিগের অপত্যই পিতৃজাতি প্রাপ্ত হয়॥ তবে কবিরাজ মহাশয় যে মনুর বচন ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার সহিত ঐক্য হইলো। তবে যে কবিরাজ মহাশয় প্রমাদ ভঞ্জনীতে লিখিয়াছেন যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বৈদ্য কি বর্ণজাতি তাহা না জানিয়া কেহ বৈশ্য বলিয়া কেহ শূদ্র বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়াতে অনভিজ্ঞ বৈদ্যরা স্বধর্ম্ম না জানিয়া ঐ ব্যবস্থাতে কর্ম্ম করিয়া সকল ধর্ম্ম লোপ হইয়াছে একি মিথ্যা লিখিয়াছেন কি সত্য লিখিয়াছেন বাচস্পতি নিজের লিখিত বচন ও কবিরাজ মহাশয়ের ব্যাখ্যাত মন্বাদি বচনের এক বাক্যতা দেখিয়াও যে পুনর্ব্বার বর্ণসঙ্কর কলুষ যোনি প্রভৃতি বলিয়াছেন ইহাতে ধূর্ত্তামি দুর্জ্জনতা করিয়া গালি দেওয়া কি না। ইহাতে মহাভারতের একটী প্রস্তাব লিখি। ভীষ্মক রাজার পুত্র রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মী কৃষ্ণের শালা। সর্ব্বদা কৃষ্ণদিগের দ্বেষ করিত। তার কন্যার সহিত প্রদ্যুম্নের বিবাহ দিতে কৃষ্ণ বলরাম রুক্মিণীর বাড়িতে আসিয়া বিবাহ দিয়া পরদিন খুষিতে রুক্মী বলরামের সহিত পাশা খেলান। তাহাতে বলরামের যত ততো দান পড়ে রুক্মিনী অলক্ষে এক খান পাশটী উলটাইয়া সে দান হয় নাই বলিয়া কটু বলে এ পাশা খেলা রাজার কর্ম্ম ব্রজে গোচারণ নহে। বলরাম শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিলেন এই মত বারং বার করিতে এক বার উল্‌টাইতে পারিলেন না সত্যদান ধরা পড়িল তথাপি দুরাত্মা বলে

দান হয়নাই। যেমন বাচস্পতি পুনঃ পুনঃ কবিরাজ মহাশয়কে বলিতেছেন ব্যাখ্যা হয়নাই। অর্থ করিলেই পণ্ডিত হয় এমন নহে শাস্ত্রের মর্ম্ম কঠিন। তখন সত্য দান ধরা পড়িয়াছে তাহাতেও দান হয় নাই বলায় বলরাম ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া বলিলেন শালা আমার নিকট মিথ্যাকথা ইহা বলিয়া এক খান পাশ্‌টী ফেলাইয়া কপালে মারিল বলরামের ক্রোধে মারা পাশটী বজ্র তুল্য বেগে কপালে লাগিল তখন রুক্মী (পপাত চম মারচ।) অমনি চুস্ হইয়া পড়িয়া মরিলেন। বাচস্পতিও সেই প্রকার কবিরাজ মহাশয়ের বাক্যে ধূর্ত্তামি করিয়া বারম্বার মিথ্যা বলাতে এবার ধরা পড়িয়াছেন নিজেই দান ধর্ম্মের বচন লিখিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে আবার কলুষ যোনি বর্ণ সঙ্কর ইত্যাদি বলিয়া গালি দিয়াছেন। অতএব ঐ বলরামের মত আমিও উহাই উল্‌টাই বজ্রাঘাতেরন্যায় পশ্চাৎ স্বকৃপাকৃস্যের দণ্ড লিখিতেছি। দেখুন মহাশয়রা দুরাত্মা বাচস্পতি (তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ।) ইহা নিজে লিখিয়া জানিয়া শুনিয়াও বাচস্পতি বর্ণসঙ্করাদি বলিতেছেন সে কেবল গালি হইতেছে শাস্ত্র বিরুদ্ধ অনুমান বিরুদ্ধ। বাচস্পতিদিগের যদি কাণ্ড জ্ঞান থাকিতো তবে এ প্রকার বিতণ্ডায় প্রবৃত্তি হইতোনা। দেখুন আবার কি বুঝিয়া এবিষয় অসঙ্গত মনু বচনটী লিখিয়াছেন।

যথাএয়াণাং বর্ণানাং দ্বয়ো রাত্মাস্য জায়তে।
আনন্তর্য্যাৎ স্বযোন্যান্তু তথা বাহ্যে যুপি ক্রমাৎ।

ইহার আবার অর্থ করিয়াছেন। যে রূপ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রবর্ণের অনুলোমে দ্বিতীয় বিবাহিতা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাতে পুরুষের আত্মা জন্মে; অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্ত মাহিষ্য অম্বষ্ঠ উৎপন্ন হয় সে রূপ প্রতিলোমে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভসুত বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণীর গর্ভে মাগধ বৈদেহ এই ছয় পুত্র বীজক্ষেত্র প্রধান হেতু শূদ্রজাত সন্তানা পেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কবিরাজ মহাশয় মন্বাদি শাস্ত্র বিরুদ্ধ আপন স্বকপোল কল্পিত অর্থগ্রহণ করিলে মন্বাদি গ্রন্থ সঙ্গতি হয়না। ইতি। বিজ্ঞ মহা-

শয়গণ বিবেচনা করুণ বাচস্পতি যে এই বচনটার অর্থ করিয়াছেন স্বকপোল কল্পিত কিনা। লিখিয়াছেন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণের অনুলোমে দ্বিতীয় বিবাহিতা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা। ইহা কি প্রকারে হয় ক্ষত্রিয়ের দ্বিতীয় বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াকি অনুলোমে বিবাহ হয়। সবর্ণা কি অনুলোমা ক্ষত্রিয়ের অনুলোমা বৈশ্যা বৈশ্যের অনুলোমা শূদ্রা। শূদ্রের অনুলোমা নাই। দেখুনতো কি অনভিজ্ঞের কথা। তাহাতে আবার লিখিয়াছেন যে রূপ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণের অনুলোমে দ্বিতীয় বিবাহিতা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাতে পুরুষে আত্মা জন্মে অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্ত মাহিষ্য অম্বষ্ঠ উৎপন্ন হয়। দেখুন ক্ষত্রিয়ের দ্বিতীয় বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াতে কি মূর্দ্ধাভিষিক্ত এবং বৈশ্যাতে কি অম্বষ্ঠ। ব্রাহ্মণের পত্নী ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত বৈশ্যাপত্নীতে অম্বষ্ঠ। দুরাত্মা আবার এই মূর্খের মত লিখিয়া আবার শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়কে লিখিয়াছেন স্বকপোল কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিলে মন্বাদি গ্রন্থ সংগতি হয় না। বাচস্পতি বুঝি এই ব্যাখ্যা করিয়া মন্বাদি গ্রন্থ সংগতি করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়ের দ্বিতীয় বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত] বৈশ্যাতে মাহিষ্য অম্বষ্ঠ। ধিক্ বাচস্পতির শাস্ত্র ব্যবসায় ! কোরাণ ব্যবসা করিতে উচিত ছিলো যে হেতুজাতিনাশা। আবার স্বযোন্যাং এই শব্দ বচনে আছে তাহাতে ক্ষত্রিয়ের মন্ত্রে বিবাহে বৈশ্যা স্বযোনি হয় শূদ্রার মন্ত্রে বিবাহ নাই ক্ষত্রিয় বৈশ্যের স্বযোনি হয় না। বৈশ্যের অনুলোমে দ্বিতীয় বিবাহিতা শুদ্রা স্বযোনি কি প্রকারে হয় ও স্বযোন্যাং বুঝি ঢোক চিপিয়াছেন। কুল্লুক ভট্টই ঢোক চিপিয়াছেন তাহাতে বাচস্পতি তো ঢোক চিপিতে পারেন। ঢোক চিপিলে কি লুকাইতে পারেন আমরা গলায় টীপীদিয়া বাহির করিয়া লই। দেখুন মহাশয়েরা ! সেয়ান পাগল মুচি ঢাকির মত এ বচন টা গান করিয়াছেন অর্থ বুঝেন নাই রঘু কায়েতের মত অর্থ করিয়াছেন কি না। দেখুন ইনি বাক্ পারুষ্যের দণ্ডযোগ্য কি না তাহাতে মন জিহ্বায় দুয়েতে কটুক্তি করে মননিরাকার ধরিতে পারিলে বিহিত হইতো। তবে জিহ্বাটা এখন

পর্য্যন্ত খসিয়া পড়ে নাই তাহাই সাঁড়াশী দিয়া টানিয়া ধরিয়া ফাল পুড়াইয়া জিহ্বায় দাগ দেওয়া উচিত যে কাহাকেও কটু না বলিতে পারেন। দেখুন যে পণ্ডিত সুজন হয় সে কি এক মুখে দুই কথা কয়॥ এক বার দান ধর্ম্মে বচনেদ্বারা অম্বষ্ঠরে ব্রাহ্মণ বলিলেন আবার অন্য বচনের আরোপিত অর্থ করিয়া কলুষযোনি বর্ণসঙ্কর যথা ত্রয়াণাং এই বচনে ক্ষত্রিয়ের পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ এই বলিতেছেন যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্ট বলিয়াছেনবিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াং জাতোহ ম্বষ্ঠ এই মনু স্পষ্ট বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যাকন্যায়াম ম্বষ্ঠোনাম জায়তে। যদি। যথাত্রয়াণাং বর্ণানাং এ বচনে ক্ষত্রিয়ের পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ হয় তবে মনু কি বাচস্পতিরমত মাগল না পাগল। তবেই উন্মত্তর যেমন ডাইন হাতে অন্নাদি সুদ্রব্য খায় সুখায় বামহাতে আবার কি খায় কুদ্রব্য খায় কুখায় না খুখায় না গুখায় না ঘুখায় না ভুখায় না চুখায় না ছুখায় সেইমত বাচস্পতি এক মুখে একবার ব্রাহ্মণ বলেন এক বার বর্ণসঙ্কর বলেন। যদি ব্রাহ্মণের তিন ভার্য্যার পুত্রই সমান হয় ইহাই বাচস্পতি স্বীকার করিয়া মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠগণকে আবার বর্ণসঙ্কর কলুষ যোনি বলেন তবে নিজেও তাহার সমান কলুষ যোনি হইলেন। আবার দুর্ম্মতি উন্মত্ত হইয়া না বুঝিয়া মনুর এই সকল বচন গুলি লিখিয়াছেন।

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সাচেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যা সপ্তমাদ্যুগাৎ॥
শূদ্রোব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতি মেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ॥

নিজে ইহার অর্থ করিয়াছেন। শ্রোত ব্রাহ্মণের ঔরসে দ্বিতীয় বিবাহিতা শূদ্রার গর্ভ জাত পুত্র নিষাদ প্রথম যুগে শূদ্র দ্বিতীয় যুগে বৈশ্য তৃতীয় যুগে ক্ষত্রিয় চতুর্থ যুগে পতিত ব্রাহ্মণ পঞ্চম যুগে অস্ত্র জীবী ব্রাহ্মণ ষষ্ঠ যুগে সাবিত্রী মাত্র জীবী ব্রাহ্মণ সপ্তম যুগে শ্রোত ব্রাহ্মণ শ্রোত ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় বিবাহিতা ক্ষত্রিয়ারগর্ভ জাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত, প্র-

থম যুগে ক্ষত্রিয় দ্বিতীয় যুগে পতিত ব্রাহ্মণ তৃতীয় যুগে শস্ত্র জীবী ব্রাহ্মণ চতুর্থ যুগে সাবিত্রী মাত্র জীবী ব্রাহ্মণ পঞ্চম যুগে শ্রোত ব্রাহ্মণ। ইত্যাদি ক্রমে শ্রোত ব্রাহ্মণের ঔরসে দ্বিতীয় বিবাহিতা বৈশ্যার গর্ভে জাত অম্বষ্ঠ প্রথম যুগে বৈশ্য। ব্যাস বলিয়াছেন।

বিপ্রবৎ বিপ্র বিন্নাসু ক্ষত্র বিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ ॥

ইত্যাদি বাচস্পতি যে মাতালের মত লিখিয়াছেন বচনে কোথায় আছে শ্রোত ব্রাহ্মণ শ্রোত ব্রাহ্মণই বা কারে বলে তাহার লক্ষণই বা কি? ব্যাস চারি প্রকার ব্রাহ্মণ লিখিয়াছেন। (অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণব্রুব প্রাধীত বেদ পারগঃ।) অত্রি দশ বিধ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন।

দেবো মুনি র্দ্বিজো রাজা বৈশ্য শূদ্রোনিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোপি চণ্ডালো বিপ্রাদশ বিধাঃস্মৃতা ॥

ইহার প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিয়াছেন। তাহার দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, লক্ষণে লক্ষিতও বাচস্পতিয়া হয় না। নিষাদাদি লক্ষণে লক্ষিতহয়।

চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশক স্তথা।
সতস্য মাংসে সদালুব্ধো বিপ্রোনিষাদ উচ্যতে ॥

এ লক্ষণের সূচক দংশক মত মাংসে লুব্ধ এই লক্ষণ আছে।

ব্রহ্মতত্ত্বং নজানাতি ব্রহ্ম সূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈবচ সপাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥

এই পশু ব্রাহ্মণের লক্ষণে লক্ষিত হয়। আর চণ্ডাল ব্রাহ্মণের লক্ষণে লক্ষিত হয় সে লক্ষণ এই—

ক্রিয়া হীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্ব ধর্ম্ম বিবর্জ্জিতঃ।
নির্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে ॥

শ্রোত ব্রাহ্মণ টিপাই সুবুদ্ধি পাইলেন কোথায়? আর আসপ্তমাত্র্যাগাৎ আছে তাহাতে চতুর্থ যুগে পতিত ব্রাহ্মণ পঞ্চম যুগে অস্ত্র জিবী

ব্রাহ্মণ ষষ্ঠ যুগে সাবিত্রী মাত্র জীবী ব্রাহ্মণ ইহা বচনের মধ্যে কোথায় পাইয়াছেন? অস্ত্র জীবী ও সাবিত্রী মাত্র জীবী এই দুই ও পতিত ব্রাহ্মণ যাহাতে বেদাধ্যয়ন নাই সে যাহাহউক। দেখুন মহাশয়রা! বাচস্পতি যে এই বচন লিখিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে সেয়ান পাগল মুচি ঢাকির মত অর্থ বোঝেন নাই গান করিয়াছেন। রঘুভাণ্ডারির মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন কি না? তাহার পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন শ্রোত ব্রাহ্মণের ঔরসে দ্বিতীয় বিবাহিতা ক্ষত্রিয়ার গর্ভ জাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত ইত্যাদি। শ্রোত ব্রাহ্মণের ঔরসে দ্বিতীয় বিবাহিতা বৈশ্যার গর্ভ জাত অম্বষ্ঠ ইহা বচনে কোথায় পাইলেন বচন এই—

(শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সাচেৎ প্রজায়তে।) এই মাত্র আছে তাহাতে দ্বিতীয় বিবাহিতা ক্ষত্রিয়া; বৈশ্যা, কোথায় আছে? দুরাত্মা "ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ,, তাহানাহইলে এমন অর্থ করিবে কেন? যদি বল পরের বচনে আছে।

শূদ্রোব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাত মেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যা ত্তথৈবচ॥

হাঁ! বটে এই ক্ষত্রিয় বৈশ্য শব্দ দেখিয়া ও ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ব্যাখ্যা করিয়াছে। ভাল ভাল মূর্খ কাণ্ড জ্ঞান, লিঙ্গ জ্ঞান নাই। পঞ্চ ম্যন্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্য, দুইটা পুংলিঙ্গ একবারে গ্রাস করিয়াছেন নিজ কৃত দুইটা স্ত্রীলিঙ্গ দেখাইয়াছেন নিজ কৃত স্ত্রীলিঙ্গ দেখানতে আমরা ভুলিনা আমরা হাতে নোতে ধরিয়া প্রকাশ করিয়া দুইটা পুংলিঙ্গ দেখাইতেছি। "ক্ষত্রিয়াজ্জাতং বৈশ্যাত্তথৈবচেতি।,, এই দুই টাই পুংলিঙ্গ দেখাইলাম। "চূড়ান্ত হইল,, আবার কি বুদ্ধিতে লিখিয়াছেন একান্তরে অনুলোমে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে বিবাহিতা বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে উগ্র। সেই রূপ প্রতিলোমে অর্থাৎ শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ক্ষত্তাবৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে বৈদেহ ইহারাও জন্মেতে তুল্য যদি অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বর্ণ হয় তবে ইহারাও

ব্রাহ্মণ বর্ণ। এই যে বাচস্পতি স সহায় একত্র হইয়া বসিয়া অন্ন খুঁজিতে শিখেন নাই মনু বচনের অর্থের মাথা খাইয়াছেন।

একান্তরে ত্বানুলোম্যা দম্বষ্ঠোগ্রো যথাস্মৃতৌ।
ক্ষত্তৃবৈদেহকৌ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যেপি জন্মনি॥

চিপাই সুবুদ্ধি ইহা বোঝেন নাই যে একান্তরে বর্ণের জন্মেতে অনুলোমের সহিত প্রতিলোমের দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মণ হইতে অনুলোমে একান্তরে বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিযাতে শূদ্রাতে উগ্র তেমনই প্রতিলোমে একান্তরে শূদ্রা হইতে ক্ষত্রিয় তে ক্ষত্তা বৈশ্যেতে ব্রাহ্মণীতে বৈদেহ। ইহাতে ব্রাহ্মণাদি জাতির দৃষ্টান্ত? না একান্তরের দৃষ্টান্ত? ধিক্। এমন বুদ্ধিতে শাস্ত্র পড়িয়াছেন কেন? যদি জাতিতে দৃষ্টান্ত হইতে পারে তবে সবর্ণাতে যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তেমন সবর্ণাতে শূদ্র হইতে শূদ্র এ দৃষ্টান্তে শূদ্রও ব্রাহ্মণাদি হইতে পারে। জাতির প্রতি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন— "পত্নীষু যেভ্যঃ সম্ভূতা যেতেজাত্যাঃ তএব।" পাঠকমহাশয গণ দেখুন যেমন পাগল মুচি ঢাকির মত মনু বচন গান করিযাছেন অর্থ বোঝেন নাই। রঘুর মত অর্থ করিয়াছেন কি না? তবে বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত বৈদেহ দুই দ্বিজ জাতি তাহাতে বৈশ্য কেন নাহয় ইহাই আপত্তি অগ্রে করিতে পারেন বিজ্ঞ ব্যক্তি হইলে সে আপত্তিও করিতে পারেন না মর্ম্মার্থ জানিলে ও আপত্তি হয় না। কারণ মনু বলিয়াছেন—

স্বজাতিজা নন্তরজা ষট্ সুতা দ্বিজ ধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রানাঞ্চ সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃস্মৃতাঃ॥

ব্রাহ্মণের স্বজাতিজা এক অনন্তরজা এক মূর্দ্ধাভিষিক্ত একান্তরজ এক অম্বষ্ঠ এই তিন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে স্বজাতিজ এক ক্ষত্রিয় অন্তরজ এক মাহিষ্য বৈশ্যের স্বজাতিজ এক বৈশ্য এই ছয় দ্বিজধর্ম্মি আর যত সকল অপধ্বংসজা শূদ্রধর্ম্মঅপকৃষ্যাত্মানং ধ্বংসয়তি অপধ্বংসতস্মাজ্জাতা অপধ্বংসজার দেখুন ক্ষত্রিয়ে যদি ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করে দুয়েরই মন্ত্রে বিবাহ বিধি। বৈশ্য

যদি ক্ষত্রিয় কন্যা বা ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করে ত হ তে দুয়ের মন্ত্রেবিবাহ বিধি মন্ত্রে বিবাহে পিতৃগোত্র ত্যাগ করিয়া পতির একাত্মা হইয়া দ্বিতীয় প্রাপ্ত হয়। তাহাতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র কন্যা বিবাহে বিধির অভাব হেতু স্বকে অপকৃষ্ট করিয়া ধ্বংস করেণ। ক্ষত্রিয়ত্ব বৈশ্যত্ব অপকর্ষণ হয় ক্ষত্রিয় ভাবও থাকে না বৈশ্য ভাবও থাকে না অপধ্বংস হয় সেইঅপধ্বংসে জাত সূতাদি দ্বিজ ধর্ম্ম প্রাপ্ত না হইয়া শূদ্র ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন। এই যে মনুর ব্যাখ্যা হইয়াছে ইহা কারো কোন কালে কর্ণ কুহরে গিয়াছে। বোধ করি বাচস্পতির কবিরাজের সহিত বিচার ছলে মনু পড়িতেছেন ভালো প্রকাশে না পড়ুন ছলে পড়িলেও পড়া বটে। পরে আবার লিখিয়াছেন যাজ্ঞ বল্ক্যেও সংকীর্ণ প্রকরণেবিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি এই বচন সংকীর্ণপ্রকরণে নিন্দিত বিবাহ স্ত্রী গর্ভজাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত ছয় পুত্র কহিয়াছেন এ কেমন ঝুকির কথা। লিখিয়াছে বিবাহেষু বিধিঃ স্মৃত। নিন্দিত বিবাহ ব্যাখ্যা করা স্বকপোল কল্পিত কি না। তাহা হইলে ঔশনস সংহিতার বচন বিরুদ্ধ হইলে। তাহাতে বলিয়াছে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে। এই বিধিতে বিবাহ কি নিন্দিত বিবাহ। কি ঝুঁকি। ঝুকিতে কাণ্ড জ্ঞান থাকে না। আবার লিখিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন। মূর্দ্ধাভিষিক্ত নামৈব মনু সংহিতায়াং নাস্তি। যদি মনু সংহিতায় মূর্দ্ধাভিষিক্ত নাম নাই তবে সে কি রূপ ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রার্থ করিলেই শাস্ত্রজ্ঞ হয় এমন নহে শাস্ত্রের মর্ম্ম অতি কঠিন। ১০ শ্লোকে ভগবান মনুর অনন্তরজ পুত্র তিন ব্রাহ্মণের ঔরসে দ্বিতীয় বিবাহে দ্বিতীয়াগর্ব্ভে জাতপুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত। এই যে লিখিয়াছেন বাচস্পতি মূর্দ্ধাভিষিক্ত শব্দটা মনুর কোন বচনে আছে। সেই বচনটা লিখিয়া পাঠাইবেন ১০ শ্লোকে দেখিতেছি। প্রথমাধ্যায়ের ১০ শ্লোক "আপোনারা,, ইত্যাদি তবে ১০ অধ্যায়ের ৬ শোক স্ত্রীষনন্তর জাতাসু ইত্যাদি তাহাতেও মূর্দ্ধাভিষিক্ত নাম নাই। তবে কুল্লুক ভট্ট ব্যাখ্যাতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত নাম লিখিয়াছেন। সেই কি মনু সংহিতা।

কাহাকে সংহিতা বলে কাহাকে টীকা বলে তাহা কিছু বোধ নাই তাহা তে লিখিয়াছেনযদি মূর্দ্ধাভিষিক্ত নাম ন ই তবে কি রূপা ব্রাহ্মণ। বাচস্পতি শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ খুব বুঝেন। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ কন্যাপত্নীতে জাত যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কন্যা পত্নীতেজাত তেমন ব্রাহ্মণ বৈশ্যা কন্যা পত্নীতে জাত ও তেমন ব্রাহ্মণ। তবে যে অম্বষ্ঠ নাম লিখিয়াছেন অন্যান্য ব্রাহ্মণের চিকিৎসা বৃত্তি নাই ধর্ম্মার্থে চিকিৎসা করিতে পারে অম্বষ্ঠ ধর্ম্মার্থে বৃত্ত্যর্থেও করিতে পারে এই অধিক ধর্ম্ম বলিবার জন্য অম্বষ্ঠ নাম বলিয়াছেন এবং অম্বষ্ঠের চিকিৎসিতং। ইহাও বলিয়াছেন কবিরাজ মহাশয়কে লি-[redacted]শাস্ত্রের অর্থ করিলে শাস্ত্রজ্ঞ হয় এমন নহে শাস্ত্রের মর্ম্ম অতি [redacted]স্পতি মন্বাদি শাস্ত্রের মর্ম্ম সকল বুঝিয়াছেন তাহা পাঠক [redacted] বিবেচনা করিবেন। তিন খান বহি লিখিলেন একটা বচনে রো যথার্থ অর্থ করেন নাই মর্ম্মতো বুঝিয়া পালা করিয়াছেন যেমন মুচি ঢ'কির গান আরে হরে পাল্যাডা আর ডহে পোড়ে মন। ইহার মর্ম্মার্থ যেমন রঘু ভাণ্ডারি বুঝিয়াছিলো তেমন শাস্ত্রের মর্ম্ম বাচস্পতি বুঝিয়াছেন। সেখানেই আবার লিখিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় আপনি প্রমাদ ভঞ্জনী টীকার ৩ পৃষ্ঠায় স্ত্রীদ্বনন্তর জাতাসু এ বচনের যে অর্থ করিয়াছেন সে অতি আনন্দকর এবং শিবলিঙ্গার্চা দর্পণোত্তরে প্রমাদ ভঞ্জনী রদ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন সে তদপেক্ষা আনন্দকর। এই যে বাচস্পতি লিখিয়াছেন ইহাতে আমরা বড় সন্তোষ হইলাম। বাচস্পতি মহাশয়রা মহাশয় সদাশিব আনন্দ কাননে বাস ওখানে আনন্দকর বস্তুর অভাব নাই স সহায়ে একত্র বসিয়া যখন আনন্দ করিতে ছিলেন বোধ করি তখন কবিরাজ মহাশয়ের লিখা দেখিয়া আরো আনন্দিত হইয়াছিলেন ভালো ভালো সময় বিশেষে কোন দ্রব্য আনন্দকর হয় সময় বিশেষ নিতান্ত ক্লেশ কর হয়। দেখুন যখন নিজেই দান ধর্ম্মে ভীষ্মোক্ত ব্যাসে বলিত বচন লিখিয়া ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণের তিন ভার্য্যা ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা তাহাদিগের অপত্যই পিতৃ জাতি প্রাপ্ত হয় ব্রাহ্মণ হয়

তবে আবার কি কারণ ইহার বিরুদ্ধ লিখিয়াছেন ঐ দান ধর্ম্মের বচন বাচস্পতির রক্ষা করিতেই হইবে যে হেতু নিজে স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন যদি ঐ বচনের বিরুদ্ধ কোন বচন হয় তাহাও বাচস্পতির সমঞ্জস করিয়া ঐ স্থির রাখিতে হইবে। তাহা না করিয়া যে আপন কথায় আপনার দোষ হইয়াছে তাহা বুঝেন নাই মসা মারিতে আপন গালে চড়। তবে মুখ মারিত্রীচড়ে বেজার হইয়াছেন কেন? সেই সকলেরি উত্তর লিখিলাম যদি ইহার উত্তর লিখেন তবে ঐ দান ধর্ম্মের বচন সর্ব্ব বর্ণেষু তুল্যাসু বচন। তাস্যামুৎ পাদিতঃ পুত্র ইত্যাদি বচনে এক বাক্য আছে তাহার সমঞ্জস করিয়া যদি কবিরাজ মহাশয়ের ব্যাখ্যায় দোষদিতে পারেন তবে লিখিবেন দেখিব নতুবা পাগলের মত এই তিন খানায় যেমন লিখিয়াছেন এমন যদি লিখেন তবে কবিরাজ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন লিপি সরস্বতী তাহা মাথায় রাখিয়া ও ব্যাখ্যা ভরিয়া যাহা করিতে তাহা করিয়া বহিখান মুখ বরাবর টান দিয়া ফেলো ফেরত পাঠাও তাহাই করিব এ বহি তাহাই করিয়া অসঙ্গত যেখানে যাহা লিখিয়াছেন কালীর রেখা দিয়া কাটিয়া ফেরত পাঠাইলাম। কিন্তু যতো ততো লিখিবেন কবিরাজ মহাশয় উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়া আমি উপেক্ষা করিব না। কিছুটাকা নয় বাচস্পতিব রাশিতে রাখিলাম যাবজ্জীবন তাহাকে ছাড়িবনা (তিস্রোভার্য্যাব্রাহ্মণস্য তাস্বপত্যংসমংভবেৎ।) তবে যে বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের বলিয়া একটা শ্লোক লিখিয়াছেন আয়ুর্বেদ বিনা অন্য বক্তব্য নহে একি সম শব্দের অর্থ? ব্যাস সংহিতায় ব্যাস বলিয়াছেন

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্রদৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রধানস্যা দ্বয়োর্দ্বৈধেস্মৃতি বরা॥

এবং যে বৃহর্দ্ধর্ম্মের শ্লোকটা লিখিয়াছেন সে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ আর্ষ কি অনার্ষ সে বিবেচনা করিয়াছেন কিনা? সে বিবেচনা করা ও টটা টিটী বিদ্যার কর্ম্ম নহে। কলিকাতায় পুরাণ রক্ষণী এক সভাআছে

যখন সভা স্থাপন হয় তখন তাহার অধ্যক্ষেরা কবিরাজ মহাশয়কে লিখেন যে মহাশয় আমরা পুরাণ রক্ষণী সভা করিলাম ইহাতে এ কলিকাতা সহরস্থ এবং নবদ্বীপের সকল পণ্ডিত বৃতি হইলেন পুরাণের কৃত্রিমত্বাকৃত্রিমত্ব বিবেচনা করিবেন, মহাশয়কেও বরণ করিলাম যখন যাহা হয় লিখিব বিবেচনা করিবেন। সম্প্রতি মহাশয় যে শ্রীমদ্ভাগবত বিষয় বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বে ছাপাইয়াছেন তাহাই পাঠাইবেন। কবিরাজ মহাশয় তাহাই এক খান বহি পাঠাইয়াছিলেন সেই বহিতে দেখিয়াছি আধুনিক অনভিজ্ঞ দিগের কৃত পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ড স্কন্দপুরাণের রেয়াখণ্ড উৎকলখণ্ড অযোধ্যাখণ্ড মথুরাখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অধ্যাত্ম রামায়ণ দুই হাজার শ্লোকী নৃসিংহপুরণে চব্বিশ হাজার শ্লোক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ কল্কীপুরাণ গরুড়পুরাণ এবং বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ এসকল কৃত্রিম অনেক বিরুদ্ধ উক্তি আছে তাহার কারণ সেই বহিতে লিখিয়াছেন প্রকৃত ও সকল পুরাণ এইক্ষণে পাওয়া যায়না তবে ও বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ কৃত্রিম কারণ তাহাতে অনেক দেখাইয়াছেন। যেমন শ্রীমদ্ভাগবত কৃত্রিম প্রকৃত পাওয়া যায়না তেমন কৃত্রিম বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ। যেহেতু উহাতে এক শ্লোক লিখাআছে।

যথামহাপুরাণেষু শ্রীমদ্ভাগবতংপরং।
তথাহ্যুপপুরাণেষু বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণকং॥

দেখুন দৃষ্টান্তই প্রসিদ্ধ তাহাতে দৃষ্টান্ত কি সিদ্ধ হয়? তাহাতে লিখিয়াছে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ দ্বিজ শূদ্র দ্বিজ তান্ত্রিক মন্ত্র গ্রহণে পুনঃ জন্ম হয়। দেখুন তবে দ্বিজ শব্দে সর্ব্বত্র শূদ্র হইল। অতএব বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ প্রকৃত পাওয়া যায়না এবং ও শ্লোকটাও অশুদ্ধ যে ঋষি ও শ্লোক বলিয়াছেন তিনিকি ব্যাকরণ জানিতেন না যে (আয়ুর্বেদাৎপরং নান্যদ্যুষ্মাকং বাচ্যমর্হতি।) এই অশুদ্ধ প্রয়োগ করিয়াছেন বাচ্যের কর্ত্তা যুষ্মাকং অর্হতির কর্ত্তা নান্যদ্বাচ্যং। এ অশুদ্ধ অর্হ প্রয়োগে

তুমুল হয়। যূয়ং ন বক্তুমর্হথ। অথবা যুস্মাভির্বক্তুমর্হ্যতে। ইহাই শুদ্ধ হইত যেমন ভগবন্‌বক্তুমর্হসীত্যাদি প্রসিদ্ধ প্রয়োগঃ। তবেই আধুনিক অপ্রমানিক পণ্ডিতের কৃত। শ্রুতিস্মৃতীতিহাস অন্যান্য পুরাণে বিরুদ্ধ সংস্কৃত অশুদ্ধ প্রযুক্ত অগ্রাহ্য পাণিনীয় সূত্র। শকরূষ জ্ঞাম্নাঘটের ভলভক্রম সঙ্ঘা[illegible]স্ত্যর্থৈস্তুমুল। সংস্কৃত শ্লোক একটা লিখিলেই প্রমাণ হয় না। তাহার মূলামূল বিবেচনা করিতে হয়।

বড় বড়টা হারিয়া গেল বাঁকিআছে তাঁতি।

চন্দ্রসূর্য্য অস্ত গেলেন জোনাকের মার্গে বাতি।

বেদ মন্বাদি স্মৃতি মহাভারত অন্যান্য পুরাণের প্রমাণ উহার নিকট [illegible] হইলো কৃত্রিম একটা বৃহদ্ধর্ম্ম বচন তাহাই প্রমাণ হইলো ধিক ধিক এমন কুবুদ্ধিতে কি [illegible] তাহা বুঝি না অম্বষ্ঠ যে বৈদ্য শব্দবাচ্য হইয়াছে সে কি অল্প বিদ্যায় যে ঐ বচনে বলিয়াছে আয়ুর্ব্বেদ বিনা অন্য তোমাদিগের বাচ্য হয় নাই। দেখিলাম চরকে রসায়নাধিকারে লিখিয়াছে। বৈদ্যকে অসম্মত কোন কথা বক্তব্য নহে ইত্যাদি। [illegible] বচন গুলি লিখি।

যে রসায়ন সংযোগা বৃষ্যযোগাশ্চ [illegible]।
যচ্চৌষধং বিকারাণাং সর্ব্বং তদ্বৈদ্য সংশ্রয়ং।
প্রাণাচার্য্যং বুধস্তস্মাৎ ধীমন্তং বেদ পারগং।
অশ্বিনাবিব দেবেন্দ্রঃ পূজায়েদেব শক্তিতঃ।
তদেতন্ন ভবেদ্বাচ্যং সর্ব্বং বৈদ্যে হতাত্মভিঃ।
অশ্বিনৌ দেব ভিষজৌ যজ্ঞ বাহাবিতি স্মৃতৌ।
যজ্ঞস্যহি শিরশ্ছিন্নং পুনস্তাভ্যাং সমাহিতং।
প্রশীর্ণা দশনাঃ পুষ্ণো নেত্রেনষ্টে ভগস্যচ।
বজ্রিণশ্চ ভুজস্তম্ভ স্তাভ্যামেব চিকিৎসিতঃ।
চিকিৎ সিতশ্চশীতাংশু গৃহীতো রাজযক্ষ্মণা।

সোমান্নি পতিত শ্চন্দ্রঃ কৃতস্তাভ্যাং পুনঃ সুখী।
ভার্গবশ্চ্যবনঃ কামী বৃদ্ধঃসন্ বিকৃতিং গতঃ।
বীতবর্ণ স্বরোপেতঃ কৃতস্তাভ্যাং পুনর্যুবা।
এতৈরন্যৈশ্চ বহুভিঃ কর্ম্মভির্ভিষগুত্তমৌ।
বভূবতুর্ভৃশং পূজ্যাবিন্দ্রাদীনাং মহাত্মনাম্।
গ্রহাঃ স্তোত্রাণি মন্ত্রাশ্চতথা নানা হবীংষিচ।
ধূমাশ্চপশবস্তাভ্যাং প্রকল্প্যন্তে দ্বিজাতিভিঃ।
প্রাতশ্চ সবনে সোমং শক্রোঽশ্বিভ্যাং সমশ্নুতে।
সৌত্রামণ্যাঞ্চ ভগবান শ্বিভ্যাং সহমোদতে।
ইন্দ্রাগ্নীচাশ্বিতৌ চৈতে স্তূয়ন্তে প্রায়শো দ্বিজৈঃ।
স্তূয়ন্তে বেদবাক্যেষু ন তথান্যাহি দেবতাঃ।
অমরৈরজরৈস্তাব দ্বিবুধৈঃ সাধিপৈঞ্জবৈঃ।
পূজ্যেতে প্রযতৈরেব মশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ।
মৃত্যুব্যাধি জরাবশ্যৈ দুঃখপ্রায়ৈঃ সুখার্থিভিঃ।
কিং পুনর্ভিষজো মর্ত্যৈঃ পূজ্যাঃ স্যুর্নাতি শক্তিতঃ।
শীলবান্ মতিমান্ যুক্তো দ্বিজাতিঃ শাস্ত্র পারগঃ।
প্রাণিভি গুরুবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যোভিষক্ স্মৃতঃ।
বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজো দ্বিতীয়াজাতিরুচ্যতে।
বিদ্যা সমাপ্তৌ ব্রাহ্ম্যংবা সত্ত্ব মার্ষমথাপিবা।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাত্তস্মা দ্বৈদ্যঃ স্মৃতোবুধৈঃ।
নাভিধ্যায়েন্ন চক্রোশে দহিতং ন সমাচরেৎ।
প্রাণাচার্য্যং বুধঃ কশ্চিদিচ্ছন্নায়ুরনিত্বরং।

চিকিৎসিতন্তু সংশ্রুত্য যোবাঽসংশ্রুত্য মানবঃ ;
নোপাকরোতি বৈদ্যায় নাস্তিতস্যেহনিষ্কৃতিঃ ।

দেখুন পাঠক মহাশয়েরা বিদ্যা সমাপ্তির অর্থ বৈদ্য বিদ্যা শব্দের উত্তর অন্ । অষ্ঠ সেই চতুর্বেদসাঙ্গস্মৃতীতিহাসাদি সকল বিদ্যা সমাপ্ত হওয়াতে বৈদ্য শব্দ বাচ্য হইয়াছে তাহাতেই দুরাত্মা কৃত্রিম বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের বলিয়া একটা বচন লিখিয়াছে। আয়ুর্বেদ বিনা অন্য বলিতে পারনা। অতএব যে বেইজ্জাতি বেহায়া কিছুতেই লজ্জাপমান নাই তাহার ঔষধি কি? "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধং।"